"সর্ব্বঙ্কষা ভগবতী ভবিতব্যতৈব।"

মরকত-রঙ্গভূমিতে অভিনীত

শৈলজা-প্রণেতা-প্রণীত

অনুপমা

শ্রীযুক্ত বাবু ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্,এ, বি,এল্

মহাশয়কে উৎসর্গীকৃত

সামাজিক নাটক।

ভবানীপুর ওরিএণ্ট্যাল্ প্রেসে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১২৯২

মূল্য ।৹ আট আনা মাত্র।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

—— :0: ——

পুরুষগণ।

অবিনাশচন্দ্র	... ...	উকীল।
ভোলানাথ	... ...	অবিনাশের প্রতিবেশী।
যজ্ঞেশ্বর	... ...	অবিনাশের কর্ম্মচারী।
গোবর্দ্ধন	... ...	অবিনাশের জামাতা।
গুণেন্দ্র	... ...	অবিনাশের কুটুম্ব।
জহরসিং	... ...	অসচ্চরিত্র লোক।
দুখিয়া	... ...	অবিনাশের বন্ধুর চাকর।
কুরুক্ষেত্র	... ...	গুণেন্দ্রের চাকর।
ধুমক্ষেত্র	... ...	কুরুক্ষেত্রের বন্ধু।

পণ্ডিতজী, জজ, জুরিগণ, ইন্‌স্পেক্টর, কনষ্টেবল, শ্মশান-ব্রাহ্মণ, দুইজন ডোম, উড়ে বালক, উড়ে কনষ্টেবল, চটী ওয়ালা, হরিবোলা ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ।

গৃহিণী	... ...	অবিনাশের স্ত্রী।
অনুপমা	... ...	অবিনাশের কন্যা।
বামা, কামার ঝী	...	দাসী।
বেটুয়া	... ...	জহরসিংএর রক্ষিত বেশ্যা।

অনুপমা।

১ম অঙ্ক, ১ম দৃশ্য, গোয়াড়ী, অবিনাশ চট্টোর অন্তঃপুর।

অবিনাশ ও গৃহিণী।

অবিনাশ। বাবার অমতে আমি কখনো কোনো কায করিনি; সেই জন্যেই আমি কুলীনে মেয়ে দিয়েছিলেম্; তা না হলে চাল্ নেই, চুলো নেই, লেখা পড়া শেখেনি, অমন গণ্ডমূর্খ্যর সঙ্গে কি আমি মেয়ের বিয়ে দিতেম্?

গৃহি। আমাদের পোড়াকপাল! তা না হলে এমন হবে কেন? তুমি তো তাকে লেখা পড়া শেখা-বার জন্যে চেষ্টার ত্রুটি কর নি। অনুপমার বিয়ে হতেই তাকে বাড়ীতে এনে স্কুলে ভর্ত্তি করে দিয়ে-ছিলে; ছেলের চেয়ে বেশী যত্ন করে এসেছ; পাছে কিছু মনে করে বলে কখনো তাকে উঁচু কথাটী বল নি; সেই গোবর্দ্ধন কি না নেশাখোর হলো! তোমাকে দশজনের সাম্নে অপমান কল্লে; তোমার বাক্স ভেঙ্গে টাকা চুরি করে পশ্চিমে পালাল!

অবি। মেয়েটাকে দেখে আমার বড় কষ্ট হয়, তাতেই তার আসবার জন্যে টাকা পাঠিয়েছিলেম্; তা না হলে তার যেমন ব্যাভার তাতে তার মুখ আর দেখ্‌তে ইচ্ছে করে না। আমার সঙ্গে কি জুয়াচুরিটেই কল্লে! চিঠি লিখ্‌লে "আমি বুজ্‌তে পারি নি, অপরাধ ক্ষমা কর্বেন্, আমার পথ খরচের টাকা আর ধার করে যে খাই খরচ করেচি সেই টাকাগুলি পাঠিয়ে দিলে আমি দেশে যেতে পারি।" টাকা পাঠান গেল; কোথা বা কে আসে?—এ আজ প্রায় এক মাস হলো।

গৃহি। তারপর আর চিঠি লেখেনি?

অবি। তার কায হাশিল হয়েচে, আর সে চিঠি লিখবে?

গৃহি। কি জানি যদি ব্যামো স্যামোই বা হয়ে থাকে! আর একবার খোঁজ করে দেখ।

অবি। মীরেটে আমার বন্ধু হারাধন বাবু আছেন্। তাঁকে সেদিন একখানা পত্র লিখেছি; দেখি তিনি যদি কোন সন্ধান দিতে পারেন্।

গৃহি। বিধেতার ভবিতব্যি! তা না হলে মেজ্ দিদির বোন্‌পোর সঙ্গে বিয়ের কথা বার্ত্তা এক রকম স্থিরই হয়েছিল। আহা, কি সুন্দর ছেলে! যেমনি

রূপ, তেমনি গুণ। ছেলেবেলা থেকে আমাদের বাড়ী আসে যায়, সকলেই তাকে ভাল বাসে; সকলেরি ইচ্ছে ছিল তার সঙ্গে আমার অনুপমার বিয়ে হয়; কেবল একা ঠাকুর বেঁকে বসাতেই হলো না।

অবি। তুমি গুণেন্দ্রের কথা বল্‌চো? সে বিএ পাস্ দিয়েছে; এবারে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটশিপ্ একজামিন দেবে।

গৃহি। ওমা, বল কি! ঐ টুকু ছেলে ডিপুটি মেজেষ্টার হবে! আহা, মা সুবচনী করুন তার ভাল হোক্। দেখ, ইদানী, বিয়ে হবে বলে গুণেন্দ্র লজ্জায় আমাদের বাড়ীতে বড় আস্‌তো না; যদি বিশেষ দরকার পড়্‌তো মেজো বড় ঠাকুরের ঘর থেকেই চলে যেতো; আগেকার মত আমাদের দিগে আস্‌তো না। অনুপমাও গুণেন্দ্র বাড়ীতে এসেছে শুনে আমাদের ঘরে এসে সেঁদুত, যতক্ষণ না গুণেন্দ্র বাইরে চলে যেতো, ততক্ষণ সে ঘরের বার্ হতো না।

অবি। বাবার মত কর্বার জন্যে "মেয়ে ছোট, মেয়ে ছোট" বলে প্রায় ৩ বৎসর কাটালেম; কিন্তু যখন দেখলেম্ বাবা কোন মতেই বংশজে মেয়ে

দেবেন্ না, তখন কাযে কাযেই আমাকে গুণেন্দ্রের আশা ছাড়তে হলো।

গৃহি। ঠাকুরের ঐ বড় দোষ ছিল। যা একবার ‘না’ বল্‌তেন্ তা কার সাধ্য ‘হাঁ’ করাতে পার্‌তো?

অবি। গতশোচনা করে আর কি হবে? ওতে কেবল কষ্ট বাড়ে। যাই, বৈঠকখানায় লোক বসে আছে।

গৃহি। আমিও রসুই ঘরে যাই। (উভয়ের প্রস্থান)

১ম অঙ্ক, ২য় দৃশ্য, মীরাট; রেলওয়ে ষ্টেশনে যাইবার পথ।

দুখিয়া ও গোবৰ্দ্ধন।

গোব। দুখিয়াজী, তোর বাবুকা আমার শ্বশু-রের সঙ্গে কেমন করে জান্ পচান্ হুয়া?

দুখি। আপ্‌কে শ্বশুর হামারে বাবুকে দোস্ত হ্যায়!

গোব। আমি যে উস্কো জামাই তা কেমন করে তোমারা বাবু জান্‌তে পারা?

দুখি। আরে আপ্ ক্যাসা আদ্‌মী হো? মৈঁ তো এক দম্ বোল্ চুকা যো এক খৎ মেরে বাবুকে পাস্ আয়া হুয়া; ওহি খৎমে লিখা হুয়া যো আপ্

আপ্‌না মুলুকসে ভাগ কর্‌ ছিয়া আয়া ; তব্‌সে মৈ ঢোঁড়্‌ ঢোঁড়্‌কে আপ্‌কা ঠিকানা কিয়াহুঁ ।

গোব। তোম্‌কো বাবু বড় মানুষ হ্যায়্‌, আর বহুৎ ভদ্দর লোক হ্যায়্‌ ; তুমি কত করে মাইনে পাতা হ্যায় ?

দুখি। সাড়ে চার্‌ রুপেয়া তলব মিল্‌তা।

গোব। এই রেলমে গোকুল বলে একজনা বাবু হাম্‌কো বন্ধু হ্যায় ; সে একটা নোকর চায়তা ; ছ টাকা সাঁড়ে ছ টাকা করে মাইনে দেতা, তোম্‌ কায্‌ করতা হ্যায় ?

দুখি। হুঁয়া ক্যা কাম্‌ কর্‌নে হোগা ?

গোব। তোম্‌কা বাবুকা ঘর্‌মে যে কায করতা হ্যায় হুঁয়া বি ঐ সমস্ত কায করতা হ্যায়।

দুখি। আচ্ছা, মহারাজ, পরবস্তি কর্‌ দিযে।

গোব। কুচ্‌পরোয়া নেই। ও বাবু হাম্‌কো বাৎ বড় শোন্‌তা ; কাল ফজর্‌বেলা রেল্‌মে আও, আজ্‌ আমি বলে দিয়ে যাগা। কাল নিয্যস্‌ কায হোতা হ্যায়্‌।

দুখি। আপ্‌কী মেহেরবাণি, মহারাজ।

গোব। কাল্‌ তোম্‌ দেখ্‌তে পাতা হাম্‌কো বাৎ ক্যাসা হ্যায়। দুখিয়া বেলা কত হুয়া ?

দুখি। জানে, কোই এগারা বাজেগা।

গোব। দুখিয়া, তোম্ কুচ্ খায়া ?

দুখি। আভি ক্যা খাউঙ্গা মহারাজ ?

গোব। এ কেয়া বাৎ হ্যায় ! দুকুর বেলা হতে চল্‌তা, আর তোম্ কুচ্ নেই খায়া ? যাও, এই সিকি লেও, এই দোকানমে গিয়ে খানা পিনা করো। লেও লেও, কুচ্‌পরোয়া নেই, হাম্ খুসী হয়ে দেতা। (সিকি প্রদান) শোন দুখিয়া, হাম্ তোম্‌কো কষ্ট দেনে নেই চাতা ; হাম্‌কো রেলভাড়া আর খাই-খরচকা টাকা দাও, আর তোম মজা করে খেয়ে দেয়ে ঘরে যাও। তারপর তোম্‌কো বাবুকে বোলো রেল্‌মে উঠিয়ে দিয়া।

দুখি। মহারাজ, বাবু আপ্‌কো রেল্‌মে উঠা-নেকো বাৎ কহ দিয়া ; মৈ আপকো রেল্‌মে উঠা কর্ লৌট যাউঙ্গা।

গোব। আরে বোকা মেড়া, রেলতো এখনো এক কোশ রাস্তা দূর হ্যায় ! তোম্ কেন মিছে মিছে কষ্ট পাতা ? হাম্ কি টাকা নিয়ে পালিয়ে যাতা হ্যায় ? হাম্ তোম্‌কো কাম্ ঠিক করে রেল্‌মে চড়্‌তা হ্যায়।

ভুখি। আপ্ রেল্‌মে চড়েগা দেখ্‌কর মৈ লৌট যাউঙ্গা।

গোব। (স্বগত) আচ্ছা বেটা চল্। তুই বেটা মেড়ুয়াবাদী কত ঝানু, তা বুঝবো এখন। শ্বশুর বেটা এবারে চালাকি খেলেচে, আমার কাছে টাকা পাঠায় নি। জোর করে আমাকে দেশে নে যাবে। চলুক না এ বেটা ষ্টেশন পর্য্যন্ত। বগলো পর্য্যন্ত রেলভাড়া নেব, খোরাকী নেব, কাছের ষ্টেশনের টিকিট কিন্‌বো। এ বেটা দেখ্‌বে আমি রেলগাড়ীতে চড়লুম্, কোথা নামলুম তা জান্‌বে কি করে? (প্রকাশে) বহুতাচ্ছা, ভুখিয়া, তোম্ হামকো সাং আও। তোম্ মনে কর্‌তা হাম্ দেশমে নেই যাতা। না?

ভুখি। নেহি মহারাজ, বাবুকো যানা হুকুম হ্যায়।

গোব। (স্বগত) এখন কোন্ যায়গায় যাওয়া যায়? গাজিয়াবাদে আমার মাসতুতো বনের ননদের সতীনপো আছে; সেখানে মাসেক দুমাস বেশ থাক্‌তে পারা যাবে। ভাল কথা মনে পড়েছে,— বাণাঘাটের রস্কে ময়রা সেই মাগীটেকে নিয়ে ঐ জায়গাতেই আছে। মাগীর গাপোরা গয়না,

হাতেও বেশ দশ টাকা আছে; রঙ্কের সঙ্গে ইয়ার্কিও আছে, সেখানে গেলে বেড়ে দিন কতক চকড়বা চলবে। ঠিক হয়েছে, সেই খানেরি টিকিট কত্তে হবে। শ্বশুর বেটা যেমন বজ্জাৎ, বেটাকে তেমনি জব্দ কর্বো। বেটা বলে লেখাপড়া না শিখ্‌লে খাবে কোথা থেকে? আমি বিষ্ণু ঠাকুরের সন্তান স্বকৃত ভঙ্গের বেটা, আমি লেখা পড়া শিখ্‌বো তবে খাবো? আমার কোনো পুরুষে লেখা পড়া শেখেনি আর আমি শিখ্‌বো? কুলীনের ছেলে, বিয়ে কর্বো, টাকা মথবো আর মন ভরে ফুর্ত্তি করে বেড়াব। তুই বেটা পনর আনা বংশজ, তুই বেটা আমাকে বলিস কিনা, "লেখা পড়া না শিখলে মানুষের জন্ম কর্ম্ম মিথ্যে।" বেটাকে যদি নাকের জলে চকের জলে কত্তে পারি, (প্রকাশে) তবে, অলরাইট বাবা! ঘণ্টী মারো!

ভুখি। কেঁও মহারাজ, মেরা কান্‌মে তো ঘণ্টী কা আওয়াজ্ নেহি আয়া।

গোব। আরে মনের মধ্যে রেলগাড়ী চল্‌তা হ্যায়, তোম্ কি তা শুন্‌তে পাতা হ্যায়? (স্বগত) শ্বাশুড়ী বেটীকেও আচ্ছা জব্দ কত্তে হবে। বেটী ছোট লোকের মেয়ে, বেটীর এত বড় আস্পর্দ্ধা!

বেটী বলে কিনা “তুমি যদি নেশা কর, তবে তুমি কেমন করে এ বাড়ীতে থাকৃবে ? তার পর মাগ ছুঁড়ী, আমার দু চক্ষের বিষ! তুই মাগ মাগের মত থাকৃবি, তা না হয়ে তুই এলি কিনা আমাকে গুরুঠাকৃরুণের মত আক্কেল দিতে। আমি পড়ি না পড়ি, স্কুলে যাই না যাই, স্কুলে যাই কি ধনা মুদীর দোকানে তাস খেলি, তাতে তোর বাবার কি ? আমি যে গাঁজা খাই তাতো সেই ছুঁড়ীই শ্বাশুড়ী বেটীর কাছে বলেছে, সে বেটী আবার শ্বশুর বেটার কাণে তুলেছে, তা না হলে সে বেটা জান্‌তে পাল্লে কিসে ? ধত্তে গেলে সেই ছুঁড়ীই আমাকে দেশত্যাগী করেছে। তার ওপর আমার চিত্তির্ একবারে চটে গেছে। আর যদি তার মুখ দেখি তো আমি কুকুর। আমি যদি বাপের বেটা হই তো সকলকে কাঁদাব, কাঁদাব, কাঁদাব। (প্রকাশ্যে) দুখিয়াজী,

দুখি। ক্যা হুকুম মহারাজ ?

গোব। হাম্ বুঝ্‌তে পাত্তা হ্যায় আমার ওপর তোম্‌কো বিশ্বেস্ নেই হোতা হ্যায়্। কুচ্ পরোয়া নেই, খরচা টরচা সব্ হাম্ দেগা ; হাম্‌কো সঙ্গে হাম্‌কো দেশমে চলো। সের তিন চার ভাং সঙ্গে করে লেতা হ্যায়্ আর সমস্ত রেল্ খেতে খেতে যাতা

হ্যায়্। দুখিয়া, তোম্ কাহে চুপ্ করে রয়তা; কল্‌কেত্তা তোম্ নেই দেখা, গড়ের মাঠ নেই দেখা, মুনাইট নেই দেখা, কালীঘাটের মা কালী নেই দেখা, রসার মাঠের ঘোড়দৌড় নেই দেখা, টালার পাণিকা কল নেই দেখা, দক্ষিণেশ্বরের নবরত্তন নেই দেখা, চিৎপুরের কবাটে কল নেই দেখা।

দুখি। নেহি বাবু কাঁহা যাউঙ্গা ? রেলকা টাইন হুয়া, জল্‌দি চলিয়ে।

গোব। আচ্ছা, চলিয়ে তো চলিয়ে।

(উভয়ের প্রস্থান।)

প্রথমাঙ্ক, ৩য় দৃশ্য, গোয়াড়ী, অবিনাশ চট্টোর বাটী।

যজ্ঞেশ্বর ও কামারঝী।

যজ্ঞে। সে জন্যে নয় ঝি; কোনো বিশেষ কারণ আছে।

কামা। আর কি কারণ ?

যজ্ঞে। সে তোমার জেনে কি হবে ?

কামা। আমি জান্‌লেই বা তোমার ক্ষেতি কি ? তা এতই যদি ভারি হও তো আমি জান্‌তে চাইনা।

যজ্ঞে। আর কিছুর জন্যে নয়, তোমাকে বল্লে তুমি এখনি বাড়ীর ভিতরে বলে ফেল্‌বে।

কামা। কেন ? তুমি বারণ কল্লে আমি আর বল্‌বো কেন ? ভাল, তোমার কোন্ কথাটা নিয়ে আমি হাটে বাজারে বলে বেড়িয়েছি বল।

যজ্ঞে। তা দেখ, বল্‌বেনা তো ?

কা। না, না, না ; এই তিন সত্যি কল্লুম্।

য। পশ্চিম থেকে বাবুর কাছে চিঠি এসেছে গোবর্দ্ধন নেই।

কা। অ্যাঁ, কি সর্ব্বনাশ ! ওমা আমি কোথা যাব ? ওগো; সেই জন্যে যে কদিন আমার পোড়া ডান্ চোক্‌টা নাচ্চে যে গো !

য। চুপ্ কর, গোল করো না।

কা। ওগো তুমি কি সর্ব্বনেশে কথা বল্লে ? আমার যে গা কাঁপ্‌চে।

য। এই সর্ব্বনাশ কল্লে দেখ্‌চি। (স্বগত) এ মাগীকে বলেই বিপদ্ বাঁধ্‌লো বুঝি।

কা। আমার অনুপমার দশা কি হবে গো !

(সরোদনে প্রস্থান)।

য। এ মাগীকে বলা বড় কুকর্ম্ম হয়েছে। এখনি মাগী বাড়ীর ভিতরে বলে ফেল্‌বে আর একটা কান্না-কাটি হয়ে উঠ্‌বে। এখন উপায় কি ? (চিন্তা)

(বিষন্ন-বদনে অবিনাশের প্রবেশ)।

অবি। যজ্ঞেশ্বর, কোনো পত্র এসেছে ?

য। এই দুখানা এসেছে। [পত্র প্রদান]

অবি। [একখানা পড়িয়া সহর্ষে] যজ্ঞেশ্বর, গুণেন্দ্র ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ একজামিনেশনে পাশ হয়েছে।

য। আজ্ঞে, আমি অনেক ছোক্‌রা দেখিছি, কিন্তু অমন ধীর ও অমন সুবোধ ছোক্‌রা কখনো দেখিনি।

অবি। (২য় পত্র পড়িয়া বিষাদে) ওঃ! যজ্ঞেশ্বর, আর কোনো সন্দেহ নেই। টুণ্ডুলার ষ্টেশনমাষ্টার সেই পত্রের উত্তর লিখেছে; গোবর্দ্ধনের মৃত্যু নিশ্চয়ই ঘটেছে। উঃ কি ভয়ানক! কি ভয়ানক!

য। অতি ভয়ানক! "মূর্খশ্চ পুত্রো বিধবা চ কন্যা বিনাগ্নিনা সন্দহতে মনুষ্যম্। [নেপথ্যে ক্রন্দনধ্বনি]

অবি। অন্দরে কান্না উঠ্‌লো কেন ?

য। তাইত! তাইত! এ ত বড় বিষম হলো!

অবি। আমি বাড়ীর মধ্যে যাই।

য। একবার যাওয়া উচিত হচ্চে, যদি বুজিয়ে শুজিয়ে ক্ষান্ত কত্তে পারেন্।

অবি। হা ভগবান্! এই দুঃখ দিলে! (প্রস্থান)।

য। উঃ, কি আপ্‌সোস্! বিদেশ, বিভুঁই! ন

একটা চিকিৎসা হয়েচে, না সেবা হয়েছে! একেই বলে বিঘোরে মারা পড়া! স্বচ্ছন্দে, সুখে রাজভোগে ছিলি, তা তোর ভাল লাগ্‌লো না। তুই মত্তে কোন্ দেশের কুড়ে রাজ্যির কুড়ে মীরেটে চলে গেলি! একেই বলে মরণ কুবুদ্ধি। আহা! অমন সোণার প্রতিমা মেয়ে; কি দশা হবে! সকলি তাঁর ইচ্ছে! [প্রস্থান]

১ম অঙ্ক, ৪র্থ দৃশ্য, এলাহাবাদ, ফৌজদারী জেলখানা। এক ঘরে কয়েদী গোবর্দ্ধন, অপর ঘরে কয়েদী জহরসিং।

গোব। তোম্ কত দিন ধরে জেলমে রয়তা?

জহ। চার্ বরষ্ সাত মাস হো গেলো, আওর্ পাঁচ মাহিনা বাকী হ্যায়।

গো। আমারতো সাত মাস হয়ে গেছে; আর পাঁচ মাস বাকী। তোম্ কবে খালাস হবে?

জহ। আংরেজী নবেম্বর মাহিনাকা চৌদা তারিখমে।

গো। আমিও তো ঐ তারিখে খালাস হব।

জহ। তোম্ ক্যা কসুর করিয়েসিল?

গো। সে কথা আর কেন জিজ্ঞেস কর? গেরোর কর্ম্ম। আমি টুণ্ডুলা থেকে রেলে আস্‌চি;

কাণপুরে আমার গাড়ীতে একটা হিন্দুস্থানী উঠলো, খানিক দূর এসে সে বেটা ঘুমিয়ে পড়েচে। আমার সাম্নেই তার ব্যাগটা ছিল; দেখলুম্ ব্যাগটার এক ধার ফাঁক হয়ে গেছে, ভেতরে একটা জিনিস্ চক্ চক্ কচ্চে, আস্তে আস্তে আঙ্গুল দিয়ে বার করে দেখ্‌লুম্ রূপোর গোট।

জহ। হাঁ সম্‌জিয়েসে। ভলা ভাইয়া, তোম্ জেল্‌সে খালাস হোকে আপ্‌না মুলুক যাওগে?

গো। কি করে মুলুক যাগা ভাই? আমার এক কড়া কাণা কড়ি রেস্ত নেই।

জহ। তোম্ মেরা দোস্ত হুয়া, হামারে মুলুক আরেমে চলো।

গো। আরামে গিয়ে ক্যা কর্‌তা হ্যায়?

জহ। হুঁয়া পাঁচ দোস্ত মিল্‌কে কুচ কাম সুরু করেঙ্গে। ভলা দোস্ত, উস্‌রোজ তোম্ বোলিয়েসে যো যিস্‌রোজ তোম্ টুণ্ডুলাসে ছোড়া উস্‌রোজ এক চিট্টি তোমারা শ্বশুরাকা পাস্ ভেজা, উহ চিট্টিকা হাল্ হাম্ কুচ্ সমজ্‌লো না।

গোব। ওঃ, সেই চিটিকা বাৎ? হুঁ। যে দিন আমি টুণ্ডুলাতে পৌঁছুলেম্ ঐ রোজ্ দোকানমে দেখাথা যে হাম্‌কো নামের এক আদমী বহুৎ

বেমার থা, বাজার ভাউর ব্যামার হয়াথা, আর ৪।৫ ঘণ্টার মধ্যে মরে গিয়া। আমি দেখলুম্ বেড়ে মজা হয়েছে; তখনি একটা লোক দিয়ে খশুরকে চিটি লেখালেম্ যে আমি মরে গিছি।

জহ। কাহে?

গোব। এ তোম্ বোজতা নেই? আমার শ্বশুর বাড়ীর লোক্ দিগে জব্দ কর্বো বলে।

জ। আওর্ উস্কা পিছে তোমারা কাটিক্ হো গয়া?

গো। হাঁ।

জ। তব্ জানে যো বরষ্ ভর্ কোই তোমারা ঠিকানা করণে নেহি সকে গা।

গো। আমিও তো তাই চাই।

জ। তোমারী ইস্ত্রী আসে?

গো। সে এক রকম না থাকারি মধ্যে; ও ইস্ত্রী বড় বদমাইস্। ও লেখা পড়া জান্তা কি না? সাধু ভাষামে কথা কয়তা, ইংরিজী বল্তা, মুখে মুখে হিসেব্ করতা, হামকো উস্কো বনিবনাও নেই হোতা; হাম্ উস্কো ত্যাজ্যি পুত্তুর্ কর্তা হ্যায়। দোস্ত, শুয়ে পড় ভাই, জমাদার শালা আস্তা।

২য় অঙ্ক, ১ম দৃশ্য, গোয়াড়ী, অবিনাশের বৈঠকখানা।

অবিনাশ, যজ্ঞেশ্বর, ভোলানাথ।

ভোলা। বাপু, তুমি বুদ্ধিমান্, আমি তোমাকে কি উপদেশ দেব, আর তোমার চেয়ে ভাল মন্দ বিচারই বা কি কর্বো ?

অবি। খুড়ো, আপনি বিচক্ষণ ব্যক্তি বহুদর্শী; আপনি আমাকে সদুপদেশ দিতে পার্বেন্ জেনেই আমি আপনাকে ডেকেছি।

যজ্ঞে। মশায়ের যা অভিপ্রায় হয় ভেঙ্গে বল্‌তে দোষ কি ?

ভোলা। বিধবা-বিবাহ শাস্ত্রসঙ্গত কি শাস্ত্র-বিরুদ্ধ এ বিষয়ের কোনোদিগেই মতামত দিতে আমি অপারগ, কারণ আমি শাস্ত্রে অজ্ঞ। তবে আমি এই টুকু বল্‌তে পারি যে বিধবা-বিবাহ লোকতঃ বিরুদ্ধ।

অবি। যদি আমি যুক্তি দ্বারা প্রমাণ কত্তে পারি বিধবা বিবাহ—অন্ততঃ অনুপমার ন্যায় অবস্থায়, নির্দ্দোষ ও শুভপ্রদ, তা হলে

ভোলা। বাপু, বিধবা বিবাহ যুক্তিযুক্ত কি অযুক্তিযুক্ত আমি সে তর্ক কচ্চি না। আমি বলচি এই কথা, যে যখন সমাজে যে কাযটা প্রচলিত নেই

তখন সে কাষটা একজন কত্তে গেলেই তার চলা ভার হয়ে ওঠে।

অবি। আমি যদি সমাজ না মানি ?

ভো। সেটি হতে পারে না। মনুষ্যমাত্রেই সামাজিক জীব; প্রত্যেক ব্যক্তিকেই সমাজের নিয়ম রক্ষা করে চল্‌তে হয়। তুমি সুবিবেচক, একটু ভেবে দেখ।

অবি। মেজো খুড়ো, আজ্ প্রায় দেড় বৎসর ধরে ভাব্‌চি; ভেবে এই স্থির করেচি যে মেয়ের বিয়ে দেব।

ভোলা। তা হলে বাবা, আমাকে ডাকাইবা কেন? আর উপদেশ নেবে এ কথাই বা বলা কেন ?

অবি। আমি আপনার উপদেশ নেবার জন্যেই ডেকেছি।

ভোলা। কোন্ বিষয়ে ?

অবি। অনুপমার বিয়ে দিতে পারি অথচ সমাজে গোল হবে না; এই বিষয়ে আমাকে উপদেশ দিন্।

ভোলা। এ বড় কঠিন সমস্যা।

অবি। কঠিন বলেই তো আপনাকে ডাকা।

ভোলা। তাইতো। পাত্র স্থির করেছ ?

অবি। আজ্ঞে, আপনার আশীর্ব্বাদে তা করিচি।

ভো। কোথা ?

যজ্ঞে। আমাদের মেজো বাবুর শ্যালীপতি ভাইএর ছেলে।

অবি। আপনি তাকে আমাদের বাড়ীতেই অনেকবার দেখেছেন্।

যজ্ঞে। নাম কল্লেই বোধ হয় আপনার স্মরণ পড়বে, তাঁর নাম গুণেন্দ্রমোহন।

অবি। এখন সে যশোরে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট।

ভো। হাঁ, হাঁ, হাঁ! মনে পড়েছে। তার সঙ্গে প্রথমে অনুপমার সম্বন্ধ হয় না ?

যজ্ঞে। আজ্ঞে হাঁ, সেই তিনি।

ভোলা। তার কি স্ত্রী বিয়োগ হয়েছে ?

অবি। না, আজ্ ও তার বিয়ে হয় নি।

ভোলা। সুপাত্র বটে। কিন্তু বাবা, তুমি এ বিবাহে লিপ্ত থাকৃলে সমাজে তোমার চলা ভার হবে।

অবি। আমি একটা পরামর্শ স্থির করেছি; শুনুন্, সঙ্গত হয় কি না।

ভোলা। বল।

অবি। কলৃকেতা সিম্‌লেয়্ আমার সম্বন্ধীর বাসা আছে। সেই খানে মেয়ে নিয়ে গিয়ে বিয়ে দেওয়া।

ভোলা। তোমার উপস্থিতে ? কখনই নয়। তোমার বাড়ীর কুকুরটা বেরালটা পর্য্যন্ত সেখানে উপস্থিত থাকা হবে না।

অবি। আপনি যেরূপ আজ্ঞা কল্লেন, আমি সেইরূপই কর্বো। বিয়ের দিন আমি কিম্বা আমার বাড়ীর লোক কেও সে বাসাতে—এমন কি কল্-কাতাতেও থাকবে না।

যজ্ঞে। মশায়, আমি আরো একটু কৌশল ঠাওরাচ্চি ; আপনি কি অনুমতি করেন্ ?

ভোলা। বল কি।

যজ্ঞে। বিবাহের রাত্রিতে সত্যনারায়ণের পূজা উপলক্ষ করে গ্রামের লোকজন নিমন্ত্রণ করা।

ভোলা। এ পরামর্শ মন্দ নয় ; তা হলে সকলে দেখ্‌বে যে তুমি এখানে আছ।

অবি। তাই হবে। তা হলে, অনুপমাকে এখন তার মামার বাড়ীতেই পাঠিয়ে দি ; তারপর সেখান থেকে তার মামা কল্‌কাতায় নিয়ে যাবে।

ভোলা। তা হলেও কিন্তু তোমার ঝী জামা-য়ের সঙ্গে একবারে ব্যবহাররহিত হতে হবে।

অবি। ঐ কথাটীই বড় কঠিন।

ভোলা। বাপু, তুমি যে কাযটি কত্তে যাচ্চ,

সেটি তো সহজ নয়; কঠিন কায কত্তে গেলেই কঠিন নিয়ম পালন কত্তে হবে।

যজ্ঞে। এটা এতো কঠিন মনে কচ্চেন্ কেন? গুণেন্দ্র বাবুর যে চাকরি তাঁতে বারমাসই তাঁকে বিদেশে থাক্‌তে হয়। পূজোর সময়ে বারদিন মাত্র ছুটি; বছর দুই দেশে না এলেই হলো।

ভোলা। কেবল তার আসা না আসা নিয়ে কথা হচ্চে না। তোমার মেয়েকেও বাড়ীতে আন্‌তে পার্বে না; তুমি কিম্বা তোমার বাড়ীর কোন লোক সেখানে যেতে পার্বে না, কিম্বা কোন রকম ব্যবহার কত্তে পার্বে না।

অবি। তবে, আপনার অভিপ্রায় চিরকালের জন্যে এক রকম সম্বন্ধ রহিত হওয়া।

ভোলা। হাঁ বাপু, একবারে অচ্ছিদ্রাবধারণ।

যজ্ঞে। মশাই, আপনি অনুগ্রহ কল্লে আর কোন গোলযোগ ঘটবে না।

ভোলা। যজ্ঞেশ্বর, ঈশ্বরের কৃপায় দশজনে আমাকে খাতির করে, দশজনে কথা শোনে, সত্য। কিন্তু করণীয় বিষয়ের গুরু লাঘব তো আছে; যাতে ধর্ম্মও সমাজসংক্রান্ত দোষ ঘটবে তাতে লোকে আমার কথা শুন্‌বে কেন? সে রকম কথা বল্লে

অপদস্থ হতে হয় জেনে আমি সে রকম অনুরোধ কখনো কাকেও করি না। সেই জন্যেই আমি অবিনাশের সঙ্গে এত বাঁধাবাঁধি কচ্চি। অবিনাশ একপরে হলে আমার মনে যেমন কষ্ট হবে এমন আর কারো হবে না।

অবি। আপনি স্নেহ করেন বলেই আপনার কাছে আমার এই আবদার করা।

ভোলা। ভাল, আমি যে কথা বল্লেম, বেশ বুঝে দেখ, তারপর কাল আবার আমি আসচি।

অবি। যে আজ্ঞে। (ভোলানাথের প্রস্থান)

যজ্ঞেশ্বর, করা যায় কি? এতো দেখি বিষম গণ্ডগোল!

যজ্ঞে। এখন উনি যেমন বল্‌চেন তেমনি হবে বলুন, তারপর যেমন বোঝা যাবে তেমনি করা যাবে।

অবি। কিন্তু সে কথাটা বলা,

যজ্ঞে। আজ্ঞে, অতো ভাব্‌তে গেলে ত্রকুল রক্ষে হয় না।

২য় অঙ্ক, ২য় দৃশ্য, বশোহর; ওপেজের বাসার সম্মুখ।

কুরুক্ষেত্র।

কুরু। ছুঁমো ছোঁরা কাল্ সাঁজের বেলা মোরে বড্ডি ভয় দেখিয়েলো, আজ্ সাঁজের বেলা তারে নাকাল্ না কল্লি চল্‌চে না। মুনিব্ বৌরি কে পাঁচা-পেরে থান্‌ডা দিয়েলো. সেই থান্‌ডা তো পরি আলাম্। ঐ যে, কেডা আস্‌চে না? সেই তো বটে! কাপড়ডার্ আড়্ ঘোমটা টেনে এই আব্ ডাল্‌ডার বস্‌বানে। (স্ত্রীলোকের ন্যায়, ঘোমটা দিয়া একান্তে অবস্থিতি ও ধূমক্ষেত্রের প্রবেশ।)

ধূম। বাবুগার নৈওতর থাত্তি গেলি গান্‌বাজনা শুত্তি আছে, আর আম্‌গার গরিবগার শুত্তি নেই। বাবুগিয়ি গোসবাসিশি ঠ্যাস্‌কিরি মজা মাত্তি নাগ্-লেন্, আর মোরে বল্লেন্ "ধূমক্ষেত্তর, তুই ল্যাটা-থ্যান্ নিয়ি বাসায় গিয়ি বাড়ী চৌকী দেগ্যা।" স্মুন্দির চোরের তো মর্বার ভয় নেই তাই তোমার ঘরে চুরিকত্তি আস্‌বানে। ও চোরের কত্তাডা কত্তাই নয়, ঐ বৌরি চৌকী দেবার নেগে আড়ু বাড়ু করে। হ্যাদে এখানে বসি কেডা? কত্তা কয়্ না যে! জানিস্ আমি কেডা? আমি এখনি তোরে ফাটক দিত্তি পারি। (দেখিয়া) হ্যাদে কেডা? কমনীব

মতন যে বোধ হচ্চে, তেমনি কাপড় খানতা বোধ হচ্চে যে!

কুরু। (বিকৃত স্বরে) তুমি যে চিম্‌ড়িপাস্নে তাতেও বাঁচলাম। তা মোরে না হালি আর কাটিক খাটাবে কারে? তা আমি যেমন তোমারে ভাল বেসেলাম্ তার উচিত ফল পালাম্।

ধুম। (কুরুর পায়ে পড়িয়া) কুমুদা, মোরে ক্ষ্যামা কে। সাঁজের বেলা ন্যাঠাষ্ঠান্ হাতে দড়ি আস্‌তি আলো আঁদারি নেগেলো, তাই ঠাওর্ কত্তি পারিনি।

কুরু। (ঘোম্‌টা খুলিয়া দাঁড়াইয়া) হাঁ হাঁ, ধুমো, কাল্ বড্ডি ভয় দেখিয়েলি, আজ্ কেমন পায়ে ধরালাম্ তবে ছাড়্‌লাম।

ধুম। আরে মর্ কেডা? কুরো যে? হ্যাদে দ্যাখ্, আমি কার পায়ে ধল্লাম্!

কুরু। তোর্ বাবুর বাসায় গিয়েলাম্, তোর নাগাল পালাম্ না; দেখলাম্ বাড়ীর মধ্যি দুটো মেয়ে নোক। আমি তো তোর বাবুর বাসাতে মেয়ে মোক কখনো দেখিনি, আজ্ দলানের মধ্যি দুটো মেয়ে নোক এলো কোথাত্তে?

ধুম। তুই যে তিনদেশে গিয়েলি, তা জান্‌বি

কেমন করে? মোর বাবুর যে বিয়ে হয়েছে, তুটো মেয়ে নোকের মধ্যি ফার্সাগী মোর বাবুর বৌ।

কুরু। হ্যাদে ধুমো, তুই মোর সাতে বড্ডি তামাসা নাগিয়েচিস্।

ধূম। কেডা তোর সাতে তামাসা কচ্চে?

কুরু। তবু বল্‌বে "কেডা তামাসা কচ্চে?" আমি বার দিন এখানে ছেলাম্ না, ইরির মধ্যি তোর বাবু বিয়ের কনে আন্‌লে, আর তার যৈবন হয়ে গেল। ঝানয় তাই! মোরে বাঙ্গাল পেলি না কি?

ধূম। ওহো! বাবুর বৈইর বয়েস দেখে তোর তাজ্জব নেগেছে! তবে শোন্; মোর বাবুর বৈইর একবার বিয়ে হয়েলো; তারপর সে সোয়ামী মারা যাত্তি বাবুর সাতে বিয়ে হয়েছে।

কুরু। অ্যাঁ বলিস্ কি? বৌ যে বলে "একি কলির ঢক্, গুড়ি নেই মিষ্টি আর তেঁতুলি নেই টক্।' তা আজ্ এই তোর ঠাঁই অবাক্ কথা শোন্‌লাম। অ্যাঁ! কল্লে কি? বাগ্‌দি খাদালে নেকা ছাড়্‌তি নাগ্‌লো, আর বাঁওনগার মধ্যি নেকা চল্‌লো!

ধূম। শুধু নেকার কতা কেন বল্‌চিস্? বাঁওন ঠাকুররা পৈতে ফেল্‌তি সুরু কচ্চে; আর যুগী জোলারা পৈতে নিতি নেগেছে; মোছলমানরা টুপি

ছারান্ মেচ্চে আর হিঁদু ভাইরা বাড়ী রাখ্তি নেগেছে ; কারে যে "ভাই সায়েব্ সেলাম্ " বল্বো, আরে কারে যে "ঠাকুর মশায় পেন্নাম" বল্বো, তা ঠাউরি উঠ্তি পারি নি।

কুরু। তা হ্যো, তুই এখন কোথাতে আলি, বল্দিনি।

ধুম। আরে মোর বাবু যে হারা না পারা না কোম্‌নে পচ্চিমি বদ্‌লি হয়েচে। উকীল বাবুরা গট দেচ্চে ; তাই আমি বাবুরি রাখিকি বাবুর বাসায় খুতি গেয়ালাম্।

কুরু। তাই বটে দেখ্লাম সন্দের বাড়ীতি ছুটো খাগী মাগে ?

ধুম। আয়, তামুক খাবি আয়।

(উভয়ের প্রস্থান)

২য় অঙ্ক, ৩য় দৃশ্য, আরা, জগেশের বাসার পাকগৃহ।

গোবর্দ্ধন পাকে নিযুক্ত, বামা।

গোব। তোমরা কতদিন এখানে এসেছ ?

বামা। আমরা মাসখানেক হলো এখানে এসেছি। তুমি কতদিন এখানে আছ ?

গোব। আমি? ওঃ, পাঁচ, সাত, দশ, পনর বছর। তোমার বাবুর বাড়ী কোথা?

বামা। বনগাঁ, ছঘরে।

গোব। তোমার বাড়ীও কি সেইখানে?

বামা। না, বাবুর শ্বশুরবাড়ী যেখানে সেইখানে আমার বাড়ী। আমার বাড়ী গোয়াড়ী।

গোব। গোয়াড়ীর অবিনাশ চাটুয্যেকে জান?

বামা। কোন্ অবিনাশ চাটুয্যে?

গোব। যে উকীল?

বামা। তিনিইতো বাবুর শ্বশুর।

গোব। (স্বগত) কি রকম হলো! (প্রকাশ্যে) তাঁর কয় মেয়ে?

বামা। এই একটী।

গোব। (স্বগত) তাইতো! কিছুই যে বুজ্‌তে পাচ্চিনা।

বামা। তুমি তাঁরে জান্‌লে কি করে গা?

গোব। না, আর কিছু না; তিনি পশ্চিমে এসেছিলেন্ কিনা, তাতেই জানি। তাঁর মেয়ের নাম অনুপমা, না?

বামা। তাও যে তুমি জান দেখ্‌চি। বেগুণ গুলো উল্‌টে দাও, একপিট্ চুঁয়ে গেল যে।

গোর। না যাবে না, এখনো ডাল সেদ্ধ হয়নি। রায়কাটির গোবৰ্দ্ধন মুকুয্যের সঙ্গে না অনুপমার বিয়ে হয়েছিল ?

বামা। হয়েছিল বৈ কি ? তারপর দিদিমণির পোড়াকপাল পুড়লো দেখে বছরাবধি পরে কত্তা বাবু আবার এই বাবুর সঙ্গে বিয়ে দিয়েছেন্।

গোর। তুমি সে জামাইকে দেখেছিলে ?

বামা। তখন আমি তাঁদের বাড়ীতে কায্ কর্ত্তুম্ না—তবে এমন দু একবার দেখিছি।

গোর। তাকে দেখ্লে চিন্তে পার ?

বামা। তুমিও যেমন ! আর তাকে দেখ্বো ! আর কি সে আছে ? তুমি আমার মাতা মুণ্ডু শুন্লে কি তবে ?

নেপথ্যে। ওলো বামা, অ বামা,

বামা। আমি যাই ; দিদিমণি ডাক্‌চে। তোমার তরকারি রশুই হলে আমাকে ডেকো। (প্রস্থান)

গোর। এক উড়ো মরা খবর দিয়ে বেড়ে মজা হয়েচে। বেটারা ঠিক করেচে যে আমি নিগ্‌ঘাত মরিচি, আর মরিচি ঠিক্ করেই বেটা রাঁড়ের বিয়ে দিয়েচে। চিঠি লেখার পরদিনেই চুরি মাদ্দায় পড়ে এক বৎসর জেলে; তারপর আরায় এসে ডেরা

নিয়েচি। শ্বশুর বেটা কিছুই সন্ধান কত্তে পারেনি। এ বেটার বাড়ী রাঁধুনী হয়ে ঢুকেচি; বেটার যেরকম হালা গোল্লা ধরণ তাতে মনে করেছিলেম্ সুবিধেমত কিছু মালামাল্ নিয়ে চম্পট দেব। তা আর হচ্চেনা। এখন একবার দোস্তর সঙ্গে পরামশ্ করে এমন মাল সখ্তে হবে যে আর কারো কাছে চিৎহাত না কত্তে হয়। যে দিন আমার জেল হলো, সেই দিন আর একটা লোক তার মেয়ের দু বার বিয়ে দিয়েছিল বলে দায়রা সোপরদ্দ হলো। আমিও তো শ্বশুর বেটাকে দায়রা সোপরদ্দ কত্তে পারি। যদি বল "চিটি আছে"—"উড়ো খৈ গোবিন্দায় নমঃ।" সে চিটি কিছু আমার হাতের লেখা নয়। কিন্তু তা করে আমার লাভ কি? আগে দিব্যি করে দুয়ে নি, তারপর যেমন বুঝবো তেম্নি কর্বো। টেন্ থৌজণ্ড, দশ হাজার; যদি অতো না দেয় তবে ফাইব্ থৌজণ্ড, পাঁচ হাজার। তার নীচে নয়,—কোনোমতেই নয়। কিন্তু এ কায্টি বড় হুঁসিয়ারিতে কত্তে হবে। কুচ্ পরোয়া নেই! আমার দোস্ত পাঁচশ জুয়াচোরের সর্দার, আর আমার দোস্তনী সবদিগে চৌকশ। তাকেই আমার এই কাযের দূতী কত্তে হবে। সে জন্যে আমার বেশী কষ্ট

পেতে হবে না ; সে তো এই বাড়ীতেই দুধ্ যোগায়।

বামা। (প্রবেশ করিয়া) কি ঠাকুর, বসে বসে কি বক্‌চো? এখনো তোমার তরকারি হলোনা ?

গোব। এই যে হয়ে এলো আর কি ? সম্বরা দিলেই হয়।

বামা। হাঁগা ঠাকুর, তোমার বাড়ী কোথা ?

গোব। কেন? কে জিগসা কচ্চে ?

বামা। দিদিমণি।

গোব। আমার বাড়ী ? বনবিষ্ণুপুর।

বামা। তুমি রায়কাটির গোবর্দ্ধন মুকুয্যের কি কেউ হও ?

গোব। কেন, আমি তার কেউ হতে যাব কেন ? আমি তাকে চিনিওনা। সে যে দু বছর হল্লো মরে গেছে।

বামা। তোমার নাম কি ?

গোব। আমার নাম ? গণেশ চক্রবর্ত্তী। এত উতলা হচ্চো কেন ? তোমার দিদিমণিকে বলো আমি কে তা পরে জান্তে পার্ব্বে। চল এখন, তরকারি হয়েছে। (উভয়ের প্রস্থান)

২য় অঙ্ক, ৪র্থ দৃশ্য. আরা,-গুণেন্দ্রের অন্তঃপুর কক্ষ।

অনুপমা কার্পেট বুনিতেছে, গান গাইতে গাইতে বেটুয়ার প্রবেশ।

বেটুয়া। (সঙ্গীত)।

"যতন করিয়ে বাঁধিনু ঘর আগুনে পুড়িয়া গেল।
অমিয়া সাগরে সিনান করিতে সকলি গরল ভেল॥"

[জিব্ কাটিয়া] গোস্তাক্কী মাপ্ কিযে! আমি দেখেনি যে আপ্ হেথা আসে; মনে করলো বাগা।

অনু। লজ্জা কি বেটুয়া? বেশ্ গাইছিলে, গাওনা, শুনি। এইখানে বস।

বেটু। হামার দোষ্ লিবে না। (গীত)।

"যতন করিয়ে বাঁধিনু ঘর আগুনে পুড়িয়া গেল।
অমিয়া সাগরে সিনান করিতে সকলি গরল ভেল॥"
সুজন সাথে পীরিতি সাধ, সাধিল তাহে বিধি কি বাদ,
কলঙ্ক-পশরা শিরমে রাখলি দূরমে রহিল মেল।

অনু। বেটুয়া, তুমি তো মন্দ গাওনা, এমন সুন্দর গাও, তবে লজ্জা কচ্ছিলে কেন?

বেটু। যব্ বাবু ঘর্ আস্‌বে তব্ হাম্‌কো কি বোল্‌বে!

অনু। সে এখন আস্‌বে না। তুমি আর একটী গাও।

বেটু। তব্ একঠো গাই। (সঙ্গীত)।

পেয়ারে নেহারো।
একী চামেলী পরো কোনো ভোঁয়োরো॥

লাজসে চামেলী, আঁখ্ না মেলি, আবরলি মুখ মনোহর।
আয়ল ঋতুরাজ, হরষিতচিত রমণীসমাজ,
হানল মনোজকুসুম-শর॥

মলয়সমীরণ, বহত অনুক্ষণ, করত মাতোয়ার।
রোয়ল ফুলবহু, ভোঁরে না মিলে মহু,
আপ্সোসে পড়ল রহু, ধরণী-উপর॥

অনু। বেটুয়া, বেশ শুনলুম্।

বেটু। তব্ হামি যায়। (উত্থান) যে বাঙ্গালী মহারাজ দিলো, উহ্ আপ্কা দিল্‌মে লাগিয়েসে?

অনু। ভাল কথা, বেটুয়া, ও লোকটিকে তোমরা পেলে কোথা?

বেটু। উহ্ হামার আদ্মীর দোস্ত আসে। উহ্ ভালা বামন আসে।

অনু। ওঁর বাড়ী কোথা?

বেটু। বাঙ্গালা মুলুক আসে। আপ্ উহ্‌কে পচানী? হামি যায়। (কয় পা গিয়া) ভুল্ গেলো, আপকে একঠো চিটি দিয়েসে।

অনু। আমাকে কে চিঠি দিলে?

বেটু। ওহি আপ্‌কা মহারাজ। (পত্র প্রদান ও প্রস্থান)

অনু। (পত্রপাঠ করিয়া বিমর্ষভাবে) একি! তবে সত্যি সত্যিইতো তিনি। তিনি না হলে একথা তো আর কারো জানা সম্ভব নয়। সেদিন যখন প্রথম তাঁকে দেখলুম্, তখনি আমার সন্দেহ হয়েছিল; কিন্তু ভাবলুম্ একজনের মত চেহারা আর একজনের হলেও হতে পারে। এখনতো আর সন্দেহ রৈল না। ওঃ! আমার স্বামী আমার রাঁধুনী বামন! আমার চাকর! না, তা কখনই হতে পারে না। (উচ্চৈঃস্বরে) বামা, অ বামা—

নেপথ্যে। যাই দিদিমণি।

অনু। ভগবান, আমি কি পাপ করেচি যে আমার এই বিপদ্ ঘট্‌লো! আমার স্বামী, যিনি অগ্নি সাক্ষী করে আমাকে বিয়ে করেচেন্—তিনি বর্ত্তমান, সে বিবাহ গ্রন্থি এখনো ছিন্ন হয় নি, আবার আমি আর এক জনের পত্নী! আমার পূর্ব্ব-স্বামী হাজার কুকর্ম্মান্বিত হোন্ তবু আমার নমস্য। তিনি যদি দেশে থেকে আমাকে হাজার ভৎর্সনা কত্তেন্ তাহলেও আমি তাঁর পদ সেবা কত্তে ত্রুটি কত্তেম্ না। আমার শেষ স্বামী—আর তাঁকে স্বামী

বলি বা কি করে ?—বিধবাবিবাহ,—আমিতো বিধবা নই—তবে তো আমার বিবাহ হয় নি। কিন্তু তিনি আমাকে ভাল বাসেন্—এত ভাল বাসেন্ যে আমার প্রথম বিয়ের পূর্ব্বে আমার সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ স্থির হয়ে বিয়ে হয়নি বলে, বিয়ে কর্ব্বেন্ না প্রতিজ্ঞা করেছিলেন্; আমি ও যাঁর পায়ের কাঁটা তোলবার জন্যে প্রাণ দিতে পারি, সেই লোক আমার পর পুরুষ! জগদীশ্বর, তুমি সাক্ষী! আমি নিজজ্ঞানে কোনো পাপ করি নি; কিন্তু আমি অসতী! ভগবান্ এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি ?

বামা। (প্রবেশ করিয়া) কেন ডাক্‌চ, দিদিমণি ?

অনু। দেখ্ বামা, ওবেলা বামন তো ব্যঞ্জন গুলো চুঁইয়ে, নুণে পুড়িয়ে যাচ্ছে তাই করেছিলেন; এবেলা আমি রাঁধব। তুই রামদিন্‌কে বল্ যে সে বামনকে বলে আসে "আজ্ আর তাঁর আসবার দরকার নাই।"

বামা। এ আবার তোমার কি সখ্ হলো ? সুখে থাক্‌তে ভূতে কিলোয়্। কেও যদি আমার কর্ম্মগুলো করে দেয়্, তবে কোন্ শালী না রাজরাণীর মত বসে থাকে ?

অনু। আমি পশমটা তুলে রেখে যাচ্চি ; তুই ময়দা, ঘি টি নিয়ে রসুই ঘরে যা, উনন ধরাগে।

বামা। আচ্ছা, দেখ্‌বো বাবু, আজ্‌ কি রেঁধে জামাই বাবুর মন ভুলোও। (প্রস্থান)

অনু। (স্বগত) বাবা আমার ভাল হবে বলে, আমি সুখে থাক্‌বো আশা করে, আমাকে বিধবা জেনে এঁর সঙ্গে বিয়ে দিলেন্‌ ; কিন্তু দুঃখের অদৃষ্টে কি কখনো সুখভোগ হয় ? আমি চির-দুঃখিনী। আমার দুঃখ বাড়াবার জন্যেই কি ভগবান্‌, এই ক্ষণস্থায়ি সুখ আমার কপালে লিখেছিলে ? মাঝে একবার বিদ্যুতের আলো করে অন্ধকার বাড়ালে ? এখন এ বিপদে কে আমার সহায় হবে ? কে আমাকে উপদেশ দেবে ? একথা তাঁকে বলা— বাপ্‌রে ! না, তা কখনো হতে পারে না। নিজের মনে এই আগুন্‌ জ্বল্‌চে তাই জ্বলুক্‌ ; আবার পরের মনে কেন আগুন্‌ জ্বালাই ? পরকে কেন কষ্ট দি ? তিনিই বা এর কি উপায় কর্বেন্‌ ? এতে লিখেছেন্‌ "বাবার জেল্‌ হবে, ওঁর জেল হবে, অপমানের সীমা থাক্‌বে না।" এই হতভাগিনীর জন্যে এত লোকের বিপদ্‌। হা জগদীশ্বর ! সে বার এত কঠিন্‌ ব্যারাম হলো তাতে মলেম্‌ না ; মরণ হলে আর এ বিপদ্‌ ঘট্‌তো না। (অশ্রুত্যাগ)

গুণেন্দ্র। (প্রবেশ করিয়া) একি! চুপ্ করে বসে কি ভাব্‌চে? আমি এসেছি তা জান্‌তে পারেনি। সাম্নে একখানা কি পত্র রয়েচে। একি! চোক্ দিয়ে জল পড়্‌চে যে! (প্রকাশে) অনুপমা, কাঁদচো কেন?

অনু। (চমকিয়া) অ্যাঁ, অ্যাঁ, না, কাঁদিনি।

গুণে। কাঁদ্‌চো বৈ কি? এ পত্র কার দেখি।

অনু। না, এ পত্র তোমার দেখা হবে না।

গুণে। কেন? তুমিতো আমাকে তোমার কোনো পত্র দেখ্‌তে নিষেধ কর না।

অনু। যিনি লিখেছেন তিনি আর কাকেও দেখ্‌তে বারণ করে দিয়েছেন্।

গুণে। কে লিখেছে?

অনু। কে লিখেছেন্ তা তোমার জেনে কি হবে?

গুণে। শুন্‌লে দোষ কি?

অনু। আচ্ছা, তুমি কাপড় চোপড় ছাড়, হাত মুখ ধোও, বল্‌বো এখন।

গুণে। ভাল কথা, আজ্ বামনকে আস্‌তে বারণ করেছ কেন?

অনু। তোমাকে কে বল্লে?

গুণে। রামদিন্ বারণ কচ্চে গেছে, বামা বল্লে।

অনু। এ বামণ ঠাকুরকে রাখা হবে না। খেয়ার কড়ি দিয়ে ডুবে পার। ব্যঞ্জনগুলো ছাই পাঁশ করেন্, ভাত রাঁধেন, হয় তো তার্ মাজ্ থাকে আর নয়তো একেবারে গলিয়ে ফেলেন্, আসলে রাঁদ্‌তে জানেন্ না। তারপর এমনি কুড়ে—

গুণে। সে সব্ স্বীকার কল্লুম, কিন্তু এ বামণকে ছাড়ালে আর বাঙ্গালী বামণ পাবে কোথা ?

অনু। কাষ্ কি তোমার বামণে ? আমি কি এত বাবু হইচি যে তিন জন লোকের জন্যে রাঁধ্‌তে পারি না ? আচ্ছা; তুমি দু পাঁচ দিন দেখ, যদি আমি না পারি তবে আর একজন হিন্দুস্থানী বামণ আনিও। ও বামণকে কোন মতেই রাখা হবে না।

গুণে। আচ্ছা, তাই হবে (প্রস্থান)

অনু। আমি ভাব্‌তে ভাব্‌তে অজ্ঞান হয়ে গিছলেম্; উনি এসেছেন্ তা টের্ পাইনি। ভাগ্যে চিটিখানা পড়েন্ নি। এখন চিটির কথা জিজ্ঞেসা কল্লে কি উত্তর দেব ? যদি সত্য কথা বলি—বাপ্‌রে ! তা হলে সর্ব্বনাশ ঘট্‌বে। তা কখনো বলা হবে না; মিথ্যে কথা বল্‌তে হবে। জগদীশ্বর, আমার অপরাধ নিও না। চিটিতে লিখেচেন্ "কাল দুপর বেলা

খালধারের বড় বটতলায় আমার সঙ্গে দেখা কর্ব্বে। কি করি? যাব, কি যাবনা? কাকেই বা পরামর্শ জিজ্ঞাসা করি? সেই ভাল; আগে বাবাকে এ সংবাদ লিখি; তিনি যা বলেন্ তাই কর্ব্বো। কি জানি যদি আরো কিছু বিপদ্ ঘটে! কাল তাঁর সঙ্গে দেখা কর্ব্বো না, বেটুয়া দিয়ে পত্র পাঠিয়ে পাঁচ সাত দিনের সময় নেব। ততদিনে বাবার কাছ থেকে চিটির জবাব আস্‌বে। আজি বাবাকে পত্র লিখ্‌তে হবে। যাই, আর না। (প্রস্থান)

৩য় অঙ্ক, ১ম দৃশ্য, আরা, সহরতীরস্থ উদ্যান।

গোবর্দ্ধন উপস্থিত।

গোব। বেলা তো অনেক হয়েছে; এখনো আস্‌চে না কেন? বেটুয়া মাগী তো বল্লে "এখনি সঙ্গে করে আন্‌চি।" কোনো গোল বা ঘট্‌লো! বাসা মাগী বা টের পেলে। প্রায় আধ ঘণ্টা হলো! আর একটু থাকি। এ রকম নির্জ্জন স্থান না হলে কথা বার্ত্তা কওয়া হতে পারে না; তার বাসায় গিয়ে এ সকল কথা কওয়া—কি জানি বাবা, কি হতে কি হবে। লোকে কথায় বলে "আপন কোটে

পায় চিড়ে ধাম্‌সে খায়"। তাতে আবার বেটা কজ্‌-জুরী হাকিম্‌; হাতে মাথা কাটে। বেটা রাঁড় বিয়ে করেচে, সোমত্ত মাগ পেয়েচে, মনটা বড় হুরুষ ফুরুষ! যদি মনের মত টাকা পাই তবেই ভাল, তা না হলে, বেটাকে সাত সাগরের জল খাও-য়াব আর সাত বছর ফাটক খাটাব।

(বেটুয়ার সহিত অনুপমার প্রবেশ)

গোব। আরে বেটুয়া, তোম্‌ বহুৎ রোজ্‌ বাঁচতা হ্যায়। এই মাত্র তোমার নাম করতা হ্যায়।

বেটুয়া। (হাত পাতিয়া) হামার বক্‌সিস্‌।

গোব। বেটুয়া, আগে মুড়ি দেতা হ্যায়্‌ তার পর কোপ্‌ হোতা হ্যায়্‌, না আগে কোপ্‌ হোতা হ্যায়্‌ তারপর মুড়ি দেতা হ্যায়্‌?

অনুপমা। (নতমুখে) আপনি আমাকে কি বলবেন্‌ বলুন, আমি দেরি কত্তে পার্ব্বো না।

বেটু। এতো কেনো তুরন্ত কোরচে?

গোব। না, কাযের কথা আগেই হওয়া চাই, তারপর বাজে কথা। তুমি জানতে পেরেছ আমি কে?

অনু। পেরেছি।

গোব। তোমার বাপ মা আমার অনেক অপ-

মান করেচে, আমি এখন সে অপমানের দাদ তুল্‌তে পারি, তা জান ?

অনু। জানি।

গোব। কিন্তু তা আমি চাই না।

অনু। তাতে আপনার মহত্ত্ব প্রকাশ পাবে।

গোব। (স্বগত) মাহাত্ম্যি! মাহাত্ম্যি নিয়ে তুই ধুয়ে খেগে। শম্মা তাতে ঋানু। কথায় মন ভেজে বাবা, চিড়ে ভেজে না। (প্রকাশে) আমি অপমান না কল্লে তারা খুসী হয় ?

অনু। অবশ্য খুসী হন্।

গোব। তবে তারা আগে আমাকে খুসী করুক্।

অনু। কি হলে আপনি সন্তুষ্ট হন্ ?

গোব। ফাইব্ থৌজণ্ড, পাঁচ হাজার টাকা।

অনু। বাবার এত টাকা দেবার সামর্থ্য কৈ ?

গোব। তবে যুদ্ধং দেহি, আদালতে দেখে নেব।

বেটু। আরে গোস্‌সা কাহে হোয়্ বাবু ? আপস্ কি বাৎ, গোস্‌সার ক্যা বাৎ আসে ? থোড়াসে ঘট্ যাও।

গোব। বেটুয়া, আমি অনেক ভেবে চিন্তে ঠিক্ করতা হ্যায়। তুমি জান্‌তা নেই এর বাপ আমাকে বহুৎ কষ্ট দেতা হ্যায়। আমাকে দেশত্যাগী করে

তবে ছাড়তা হ্যায়। তা আমার দয়ার শরীল্ হ্যায়, সেই জন্যে আমি দশ হাজার বিশ হাজার নেই চায়তা হ্যায়।

অনু। আপনি দয়া না কর্‌লে তাঁদের কি উপায় হবে? আপনাকে দয়া কত্তে হবে। (পদে পতন)

গোব। এ দেখ্‌ছি, বেটুয়া শিখিয়ে আন্‌তা হ্যায়। কুচ্‌পরোয়া নেই। বেটুয়া বল্‌তা হ্যায়, তাই রাজি। চার হাজার টাকা। যদি না দেতা হ্যায় তবে আমি পুলিস্‌মে, মেজেষ্টারিমে, দায়রামে নালিশ কর্‌তা হ্যায় আর দশ হাজার টাকা লেতা হ্যায়্।

অনু। আমি বাবাকে চিঠি লিখি, তাঁর মত জেনে আপনাকে সংবাদ দেব।

গোব। আচ্ছা, ভাল কথা। কিন্তু বেশী দেরি কল্লেই—

অনু। চিঠির জবাব আস্‌তে যে কদিন বিলম্ব হবে; জবাব এলেই আপনি জান্‌তে পার্বেন। আজ তবে আমি যাই?

গোব। আচ্ছা যাও। মনে থাকে যেন চার হাজার। (একদিকে বেটুয়ার সহিত অনুপমার ও অপর দিগে গোবর্দ্ধনের প্রস্থান)

৩য় অঙ্ক, ২য় দৃশ্য, আরা, জহরসিংএর কুটীর।

জহর সিং।

জহ। আজ্‌তো বহৎ রোজ হোগয়া গোবরধনকী আওরৎ রূপেয়া দেনে করার কিয়া। আজ ভি রূপেয়া মিলা নেহি কাহে? হাম্‌ জান্‌তা গোবরধন হাম্‌কো বহৎ পেয়ার কর্‌তা, বিনা মেরী সলা কোই কাম্‌ নেহি কর্‌তা। উস্কো রূপেয়া মিল্‌নেসে কুল্‌ মেরা হাৎমে আবেগা। তব্‌ ওহি রূপেয়া লেকে অ্যাসা কোই কাম্‌ করণে হোগা যো একদম্‌ রাজাকা মাফিক রহনে সকেঙ্গে। কেঁও, আজ বেটুয়া ভি কাঁহা গয়া হোগা? হাঁ, এহিতো গোবরধন আয়া! আও ভাই দোস্ত। (গোবর্দ্ধনের গাইতে গাইতে প্রবেশ।)

গোব। কে জানে মহিমা তোমার?
তুমি গাঁজা নেশার সার।
হাতে রেখে যখন ডলি সর্ব্ব দুখ্‌খু যাইরে ভুলি,
আবার যখন কল্‌কের ভুলি খোলে মনের দ্বার।
আগুন দিয়ে দমটি মারি, কিবা মজা বলিহারি,
স্বর্গের সুখ পাই যে হাতে আনন্দ অপার॥

নাও দোস্ত ফিট হয়েছে, টান।

জহ। রূপেয়াকা বাৎ ক্যা হোলো? আজতো বিশ রোজ হো গয়া।

গোব। খবর পেয়েচি; চার হাজার দিতে চায় না। আমি তিন হাজারেই রাজি হয়েচি।

জহ। হাম্ উহ্ নেহি জান্তা; তোমার সাতে বাৎ আসে চার হাজার রুপেয়াকা; আধা হামারা আধা তোমারা। তোম্ লে আউর না লে, দোহাজার হাম্‌কো জরুর দেনে হোগা।

গোব। (স্বগত) শালা আমার! যার ধন তার ধন নয় নেপো মারে দৈ। উনি বেটা মনে করেচেন্ দুহাজার টাকা নেবেন্। সিকি পয়সা যদি বেটাকে দি তো আমার বাপের গোহাড়। কিন্তু বেটাকে এখঁন চটানো হবে না। (প্রকাশ্যে) জহর দাদা, তুমি আমার গুরুজী; তুমি যা বল্‌তা হ্যায়, আমি তা শোন্‌তা হ্যায়। আমি চার হাজারের কম্ নেই নেতা হ্যায়।

জহ। তোম্ রাজি হুয়া কাহে?

গোব। তোমার সঙ্গে মিথ্যে কথা নেই বল্‌তা। গেল বুধবার দিন ছুঁড়ী আমার পায়ে ধরে কান্না; চোক্ থেকে একপো দেড়পো পাণি পড়া; তবে সিন্ আমি হাজার রুপেয়া ছেড়ে দিয়া; তা নাহলে হাজার টাকা আমার বুকের গোরক্ত।

জহ। তোমারা দিল্ আউরৎকা মাফিক্ হ্যায়;

তোম্ মেরা দোস্তকা লায়েক নেহি হো। মেরা ইয়ে জবান্ দেখ্ লিও, দোহাজারকা দো কৌড়ি হাম্ কম্‌তি নেহি লেঙ্গে।

গোব। (স্বগত) তোম্ হামারা পাশের আঙ্গুল লেগা। আর ঘণ্টা পাঁচ ছয় আছি; তারপর টাকাটা হাতে এলেই দে পাড়ি। তখন "দোকৌড়ি কমতি নেহি লেঙ্গে" বেরিয়ে যাবে; তখন হাত কামড়ে মত্তে হবে। বেশী হাঁকাই কিছু নয়, পেট ফেটে মত্তে হয়। কথায় বলে অতি দর্পে হতা লঙ্কা, অতি মত্যন্ত গর্ব্বিতং। (প্রকাশে) দেখ্ জহরদাদা, তুই যদি ছুঁড়ীর কান্না দেখ্‌তিস্ তা হলে তুই এক হাজার কি? সব টাকা ছেড়ে দিতিস্।

জহ। রাখ্ দে তেরা ছুঁড়িয়া। যব্ উহ নিকা কিয়া, তব্ উস্কা সাৎ তোমারা ক্যা এলাখা হ্যায়?

গোব। আশীর্ব্বাদ করো দাদা, সুভালাভালি টাকাটা পাই, কোন গোলযোগ না ঘটে।

জহ। রূপেয়া মিলেগা কব্?

গোব। পাঁচ সাত রোজের মধ্যে জান্‌তে পার্বে।

জহ। দের করো মৎ, বিনা তাগাদাসে কাম্ নেহি চল্‌তা।

গোব। দাদা, ছুটো হাতে দশ হাজার টাকা

ধার দিলেও এত তাগাদা হয় না। হর্ রোজ, দু বেলা। তুমি আমার ডান্ হাত, আর তোমার বেটুয়া বাঁ হাত! তোমরা আর জন্মে আমার বাপ মা থা; একজন্মে আমার দোস্ত হুয়া।

জহ। আচ্ছা, তোম্ রূপেয়া লেকে ক্যা করোগে?

গোব। (স্বগত) তোর বাপের পিণ্ডি কর্বো। (প্রকাশে) তোম্ যা বল্‌তা হ্যায় আমি তাই কর্‌তা হ্যায়। তোম্‌তো আমার মুন্ত্রী। আর এক ছিলিম হবে না?

জহ। (গাঁজার থলি ঝাড়িয়া) থৈলি তো কুল্ খালি। যাও ভাই, বাজারসে খরিদ কর্‌কে লাও।

গোব। দেখ জহর দাদা, সেই আবকারীর চাপরাসী বেটা আমাকে আজ এক তাড়ি গাঁজা দেবে বলেছিল, তার কাছে যাই না কেন? তবে সেখানে ঘণ্টা দুই তিন দেরি হতে পারে।

জহ। বহুতাচ্ছা, ওহি লাও।

গোব। তবে আমি চল্লেম্। (স্বগত) এই খানেই ইতি বাবা; শম্মারাম আর এমুখো হচ্চেন্ না।

(প্রস্থান ও অপর দিগ্ দিয়া বেটুয়ার প্রবেশ।)

বেটু। (গীত)

প্রেম পিয়াসা আকুল পরাণী।
কেমনে রহিব ঘরে একা রমণী ॥
মলয় অনিল, চটুল কোকিল,
পূর্ণিমার সসধরে সোভিসে রজনী।
যুবক যুবতী, প্রেমমদে মাতি,
খুলিসে হৃদয় দ্বার প্রেমের কাহিনী।

হামি বাংলা গান শিখিয়েনে।

জহ। কিস্‌কা পাস্‌ ?

বেটু। মেজেষ্টার বাবুকী দাই বামাকো পাস।

জহ। বেটুয়া, তোম্‌ গোবরধনকা ওয়াস্তে এৎনা তক্লিফ কর্‌তী, উহ তোম্‌কো কুচ্‌ দেনেকা করার কিয়া ?

বেটু। স রূপেয়াকা করার কিয়া।

জহ। তোম্‌ বোল্‌নে সক্‌তী কব্‌ গোবরধনকা রূপেয়া মিলেগা ?

বেটু। গোবরধন কুচ্‌ বোলা ?

জহ। কুচ্‌ নেহি।

বেটু। কুচ্‌ নেহি ?

জহ। কুচ্‌ নেহি।

বেটু। ইয়ে সচ্‌ বাৎ ?

জহ। আলবত্তা সচ্ বাৎ।

বেটু। মৈ জানতী যো আজ সামকো উস্কা রূপেয়া মিলেগা।

জহ। তোম্ কেসে জানো ?

বেটু। আজ হাম্ গোবরধনকা চিট্‌ঠি লেকে মেজেষ্টার বাবুকা ডেরামে গয়ীথী। যানেকা বক্ত নাজীরকা লেড়কাসে উহ চিট্‌ঠি পঢ়া লিয়া। উস্‌মে ইয়া লিখা থা "আজ সঞ্চের বক্ত তিন হাজার টাকা লিয়ে লহরকা কিনারে আস্‌বে, কোইকো সাত্‌ কোরে না আন্‌বে, জল্‌দি কাম্ মিটে যাবে।" ওহি চিট্‌ঠি লেকে হাম্ মেজেষ্টার বাবুকী আউরৎকো দে দিয়া। উন্‌নে কহা "হাঁ সব ঠিক।"

জহ। তব্ ক্যা হুয়া ?

বেটু। হাম্‌ভি গোবরধনকো উহ বাৎ কহ দিয়া।

জহ। বেটুয়া, অ্যাসা জুয়াচোর হাম্ কভি না দেখা। মেরা সলাসে আউর তেরী মেহেরবানিসে উস্কা রূপেয়া মিলা, আউর উহ হাম্‌লোককো ঠক্‌-লানে চাতা। হাম ক্যা করেঙ্গে বেটুয়া ? দোহাজার রূপেয়া! অ্যাসা বেইমান হ্যায়! অ্যাসা নিমক-হারাম হ্যায়! ক্যাসে রূপেয়া মিলনে সক্তা ? (চিন্তা) নেহি, ইস্‌তরেসে নেহি হোগা। আচ্ছা, হাম্

দেখেঙ্গে এক দফে। জান্ কবুল! দেখো বেটুয়া,—

বেটু। ক্যা?

জহ। মেরা হাতীয়ার?

বেটু। কোন্ সা হাতীয়ার?

জহ। তরোয়াল্।

বেটু। তরোয়ালসে ক্যা কাম্?

জহ। ঠিক কর্‌কে রাখেঙ্গে; যব্ গোবরধন রূপেয়া লেকর্ ডেরামে আবেগা, এক চোট্, বস্ কাম্ সিধা হো যাগা।

বেটু। ইয়ে বাৎতো আচ্ছী নেহি।

জহ। তু রেণ্ডী হো, রেণ্ডীকা মাফিক্ রহেগী; তেরা বাপ্‌কা কুচ এক্তিয়ার নেহি মেরা কাম্‌মে বাৎ কহনেকো।

বেটু। আগাড়ী মেরা বাৎ সুনো, পিছে গোস্‌সা হো যাও।

জহ। রেণ্ডীকী বাৎ ক্যা সুনেঙ্গে, আচ্ছা কহো।

বেটু। তোমারা ইয়াদ্ হ্যায় যো মেজেষ্টার বাবুকা এক পিস্তোল চোরি কর্‌কে হাম্ আপনা পাস রক্ষী হী।

জহ। হ্যায় মেরা ইয়াদ্। উস্‌সে ক্যা ফায়দা?

বেটু। ওহি দুরস কর্‌কে দো গোলি লাগাকে

সাম্‌কা বখৎ লহরকা কিনারে যাও, তব্ ছুঁয়া ম্যাসা তোমারা দিল্ চাহে ঐসা করোগে।

জহ। (বেটুয়াকে সোহাগ করিয়া) এ মেরী প্যারী, মাপ কিযে। হাম্ সমঝনে না সকা। আজ হাম জানা যো দুনিয়াকা বিচ্‌মে সুওয়ায় তোম্ মেরা আপনা কোই নেহি হ্যায়। বিবিজান, তোম মেরা আন্ধার ঘরকা দীয়া হো, মেরা দৌলৎখানেকো দৌলৎ হো; ক্যা কহেঙ্গে বেটুয়া? তোম মেরা জী জেলখানেকো জমাদার হো। বেটুয়া, এক বড়া লোটা ভর্ ভাং বুঁটী পিলাও।

বেটু। বহুতাচ্ছা, ভিতর চলো।

(উভয়ের প্রস্থান)

৩য় অঙ্ক, ৩য় দৃশ্য, আরা, লহরতীর।

গোবর্দ্ধন।

গোব। আলরাইট্ বাবা ঘণ্টী মারো। কোনো শালা কিছু টের পায়নি। কখানা পুরোণো কাপড় আর ছেঁড়া বালাপোশখানটা বেটার ঘরে পড়ে আছে। রহনে দেও বাবা। 'সুখে থাক্ আমার চূড়ো বাঁশী কত শত মিল্‌বে দাসী।' টাকা হলে বালাপোশ কি ছার, শাল দোশালা কিন্তে পার্বো।

এই টাকাগুলো নিয়ে চম্পট দিলে জহরা বেটা দম্ ফেটে মর্বে। ওঃ বেটার সাপট্ কি? বলে 'দো-হাজার কা দো কৌড়ী কম্তি নেই লেতা হ্যায়;' দো কৌড়ী কোন্ শালা তোকে দেতা হ্যায়? আমি এমন বাপের বেটা নেই হোতা হ্যায়্ যে এই টাকার ভেতর থেকে তোকে এক কাণা কড়ি দেতা হ্যায়। হাম্ রাত্তিরের রেলে পগার পার হোতা হ্যায় আর তুই শালা কলাপোড়া খাতা হ্যায়। তা ছুঁড়ীটা এখনো আস্চে না কেন? এই সময়েই তো আসবার কথা! এলেই বালাই চুকে যায়, দুটো দুঠাঁই হওয়া যায়। যদি না আসে? তার বাবার সাধ্যি আছে যে আস্বে না? যা হোক্ একটু এগিয়ে দেখি।

(প্রস্থান ও অপর দিগ দিয়া জহরের প্রবেশ।)

জহ। এহি তো যাগ্গা যো হাম্কো বেটুয়া বতা দিয়া। উহ সালা বেইমান আভিতক আয়া নেহি। অ্যাসা বদ্মাস্ যো হাম্কো ঠক্লানে চাতা! তিন হাজার রূপেয়া মেরা হাতমে হাম্ মাংতা। এক কৌড়িভি উহ নিমকহারামকো নেহি মিলেগা। (সচকিতে) কেঁও, পাঁয়রকা আওয়াজ কাণ মে আয়ী। উহ বেইমান্, পিছে এক আউরৎভি আতী হী। হাম্ হট্ যায় হিঁয়াসে। (অন্তরালে অবস্থিতি)

(গোবর্দ্ধন ও অনুপমার প্রবেশ)

গোব। এনেছ ?

অনু। এনেছি।

গোব। দাও তবে।

অনু। এই নেন্। (নোটের তাড়া প্রদান)

গোব। কত আছে ?

অনু। আপনি যা বলেছিলেন্; তিন হাজার। আমি তবে যাই ?

গোব। একটু দাঁড়াও, গণেনি। তোমার গণা আছে ?

অনু। আমার গণা আছে।

গোব। তা হলে তুমি যেতে পার ; কিন্তু যদি কম থাকে—

অনু। না কম নেই।

গোব। আচ্ছা, তবে যাও। (নোট গণিতে নিযুক্ত ও অনুপমার প্রস্থান)

জহ। (স্বগত) এহি তো গোলি চালানেকো বখৎ হ্যায়। (পিস্তল ছুড়িবার উপক্রম)

গোব। (গণনা শেষ করিয়া রুমালে বাঁধিতে বাঁধিতে) ঠিক তিন হাজার। ওর বাপের সাধ্যি কি যে আমাকে এক টাকা কম দেয় ? (জহরের

প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ) একি ! এ কিরকম হলো ! জহর !

(জহর পিস্তল ছুড়িল, গোবর্দ্ধন অজ্ঞান পতিত, রুমালে জড়ান নোট লইয়া জহরের পলায়ন ; অল্পক্ষণ পরেই ব্যস্ত ভাবে অনুপমার প্রবেশ)

অনু। এ কি ! পিস্তলের শব্দ এখানে হলো কেন ? এখানে কে পিস্তল ছুড়লে ? একি ! ইনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে। নিশ্চয় এঁকেই কেও গুলি করেচে। আহাহা ! কে পাপাত্মা ব্রহ্মহত্যা কল্লে ! (কাতরে) উঃ কি ভয়ানক ! কি ভয়ানক ! কৈ ? কাকেও তো দেখ্‌তে পাই না। হা ভগবান্‌ ! কেন এমন ঘট্‌লো ? আমার স্বামীর মৃত্যু উপস্থিত, আমি এমনি হতভাগিনী যে এঁর জীবন রক্ষার চেষ্টা কর্বার ক্ষমতা নেই। আমার স্বামীর জীবন সংশয় দেখে কাঁদবারও যো নেই। উঃ কি কষ্ট ! কি কষ্ট ! বিধাতা তোমার মনে এই ছিল ! এখন আমি করি কি ? আহা হা ! হাঁ কচ্চেন্‌ ! যাই, শীগ্‌গির যাই, খাল থেকে একটু জল এনে এঁর মুখে দি। (প্রস্থান)

গুণেন্দ্র। (অপর দিগ দিয়া প্রবেশ করিয়া) আজ শেষ বেলায় মকদ্দমাটা ধরে প্রায় সন্ধ্যে হয়ে গেল। এই পথটা দিয়ে যাই, তাহলে শীগ্‌গির বাসায় পৌঁছুতে পার্বো। অনুপমাকে অসুস্থ দেখে

এসে মনটা উদ্বিগ্ন ছিল ; মনে করেছিলুম্ বেলাবেলি বাসায় যাব। ডাক্তারতো বল্লে অনুপমার কোনও ব্যারাম নেই; কিন্তু আমার বড় সন্দেহ হচ্চে ; বোধ হয় হিষ্টিরিয়ার পূর্ব্ব লক্ষণ। সর্ব্বদাই যেন কি ভাব্চে, সকল কাযেই অন্যমনস্ক, শরীরও শীর্ণ হয়ে গেছে। মুখে হাসি দেখ্‌তে পাই না ; সকল সময়েই যেন বিষণ্ণ। পূর্ব্বে আমার সঙ্গে যে ভাবে কথা বার্ত্তা কৈত, যেরূপ ব্যবহার কত্তো, এখন তার অনেক পরিবর্ত্তন দেখ্‌চি। নিশ্চয়ই তার বায়ুর ব্যারাম হয়েছে। ডাক্তারেরা স্থির কত্তে পাচ্চে না। একি ! এখানে একজন মানুষ শুয়ে কেন ? এমন্ যায়গায় ভূঁয়ে শুয়ে কি ঘুমুচ্চে ? শুয়ে কে ? কোন্ হো ? একি ! অজ্ঞান যে ! ওহো ! এযে আমার সেই রাঁধনি বামন দেখ্‌চি। (কনষ্টেবল, ইন্‌স্পেকটর ও জহরের প্রবেশ)

জহ। হাম্ আঁখসে দেখা সাহাব্। আপ্‌ভি দেখিয়ে কোন্ হুঁয়া ঠৈরা হ্যায়। আউর্ উধার ভি দেখিয়ে উহ আউরৎভি আতী হী। (দূরে অনুপমার প্রবেশ)

ইন্। তোম্ কিস্‌তরেসে মালুম্ কিয়া ?

জহ। মালুম্‌কি বাৎ ক্যা হ্যায় ? হাম্ আঁখ্‌সে গোলি ছোড়তে দেখা।

অনু। (স্বগত) একি ! এখানে এত লোক এসে যুটেছে ! পুলিসের লোক এসেছে, উনিও যে এসে-ছেন। হা ভগবান্ ! এমন সময়ে ওঁর মুখে এক ফোঁটা জল দিতেও পেলেম্ না। (গমনোদ্যম)

জহ। দেখিয়ে সাহাব্, উহ আউরৎ ভাগ্‌তী হী।

রুন। (অনুপমার প্রতি) ঠারো তোম্, যানেকা হুকুম্ নেহি। (অনুপমা ভীত দণ্ডায়মান)

ইন্। (স্বগত) হুঁ, আজতো মেরা দিন আগয়া। এহি ডিপুটিকা বাৎসে মেরা ডিগ্রেড্ হুয়া। আভি উন্‌কো মালুম্ হোগা যো ক্যা বুরা কাম্ কিয়া থা। (গুণেন্দ্রের নিকটে গিয়া) বাবু সাহাব্,

গুণে। কোন্ ? ইন্‌স্পেক্‌টর ? দেখো হিঁয়া এক খুন হুয়া।

ইন্। বাবু, উহ আপ্‌কী ইস্ত্রী আসে ?

গুণে। কোন্ ? (দেখিয়া) হাঁ।

জহ। সাহাব্ বন্দুক মিল্‌গয়া।

ইন্। দেখ্‌লাও ইধার। (জহরের হস্ত হইতে পিস্তল লইয়া) দেখিয়ে বাবু, ইয়ে পিস্তোল কিস্কা হ্যায় ?

গুণে। (দেখিয়া) ইয়েতো হামারা হ্যায় ?

ইন্। আপকী ইস্ত্রীকো এক দফে পুলিসমে যানে হোগা।

গুণে। কাহে ?

ইন্। আপকী ইস্ত্রীকা উপর সুবা হোতা।

গুণে। (স্বগত) কি সর্ব্বনাশ! একি বিপদ! (প্রকাশে) আচ্ছা, মৈ যাতাহুঁ; মগর্ মেহেরবাণি কর্‌কে মেরী ইস্ত্রীকো ঘরমে যানে দেও।

ইন। ইয়েতো দস্তর নেহি হ্যায়।

গুণে। দেখো ইন্‌স্পেক্‌টর সাহাব্, বেইজ্জৎ করণেসে ক্যা ফয়দা হোগা? মৈ উন্‌কা জামীন রয়তা হুঁ।

ইন। মওয়ালি, আউরৎকো যানে দে।

কন। যো হুকুম।

অনু। (স্বগত) একি! তবে ইনিই এই কায করেচেন্। অন্যায় সন্দেহ করে মানুষ—ব্রাহ্মণ—আমার স্বামীকে—মেরে ফেল্লেন্। কেন উনি এই ভয়ানক কায কল্লেন্? (প্রস্থান)

ইন্। (কনষ্টেবলের প্রতি) তোম্ দেখো মর্ গয়া কি নেহি।

কন। ষোলে আনা মর্ গয়া।

ইন। তব তোম্ হিঁয়া খাড়া রহো। হাম্ যাকর্ ডোম ভেজ্ দেঙ্গে। চলিয়ে বাবু।

(গুণেন্দ্র ও ইন্‌স্পেক্টরের প্রস্থান)

৪র্থ অঙ্ক, ১ম দৃশ্য, আরা, শ্মশান।

২ জন ডোম উপবিষ্ট, সম্মুখে বস্ত্রাবৃত গোবর্দ্ধন শয়ান।

১ম ডোম। আরে ভোমরা, আচ্ছা গাঁজা টান দিয়েনি, মোর জী যেন উড়্ উড়্ রে।

২য়। মোর জী বি ভুড়্ ভুড়্ রে।

১ম। (গীত) আপনা কাম্ লে পর্কে দেল্ কাম ভূয়ারে নহুরে।

২য়। ঘুম্কে ঘামকে ঘর্মে বৈঠণী কাহে মেরী বহুরে।

১ম। দেখ্নে শুন্নে ভালা বুরা কোন্ বাছনে সকেরে।

২য়। খোদা যিস্কো মারে তিস্কো কোন্সা আদমী রাখেরে।

১ম। আচ্ছা আদ্মী চুপসে রহতা বেকুব্ করত বড়াই।

২য়। দিন্ ভি যাতা রাৎভি আতা নসিব কভি ন ফিরাই।

শ্মশান ব্রাহ্মণ। (প্রবেশ করিয়া) আরে বেটারা একটা সরকারি মড়া নিয়ে যদি সমস্ত রাত্রি কাটাবি তবে আর মড়াগুলোর চুলী তৈরি কর্বি কখন্?

১ম। যব ফুরসৎ হোবে।

ব্রাহ্ম। আরে মর্, বেটারা এখনো সরকারি মড়াটার চুলী তৈরি করেনি। সেই অবধি এসে বসে গাঁজা খাচ্চে। মলোরে! গাঁজার ধোঁয়ে মেঘ জমিয়ে দিয়েছে। বেটাদের মরণ আর কি!

১ম। একঠো বার মর্ মর্ বোলে না। সিবকে গাল্ দিলে সাঁপকে লাগে।

ব্রাহ্ম। আ মলোরে, বেটারা আবার চোপ্‌রা করে। বলি সরকারী মড়া ডাক্তার কেটে দেখেছে?

১ম। হাঁ হাঁ, সে বেটা যে মাতাল সে কেটিয়ে দেখ্‌বে? সে এসে বোল্লে 'কিসে মরিয়েসে?' ভোম্‌রা বল্লো গুলি খাইয়েসে। তা ডাক্তার বোল্লো 'আফিং আফিং আফিং; লাস্‌ জ্বালা দেও।'

ব্রাহ্ম। (গোবর্দ্ধনের নিকটে গিয়া) আরে ভোমরা পিট্‌ পিট্‌ করে চাইচে না?

২য়। তবে নিয্যস্‌ দানা পেয়েসে।

১ম। সত্যিরে ভোম্‌রা সত্যি! ঐ মুদ্দো হাত তুল্‌চে।

ব্রাহ্ম। (ভীতভাবে) আঁ!! হাত তুলচে? পালা, পালা। (ভীত হইয়া ডোম দ্বয়ের সহিত পলায়ন)

গোব। (ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিয়া) উঃ! হাত যে তুল্‌তে পারি না। হাত ভেঙ্গে গেল নাকি? উঃ! ও বাবারে! একটা ডোবর হয়ে গেছে। ইস্‌! রক্তে জামা ভিজে গেছে। আমি এ কোথায়? এখানে এলুম্‌ কি করে? তারপর (বস্ত্রাদি অন্বেষণ) একি! কৈ? কি হলো? আমার টাকা কি হলো? হাঁ, হাঁ; আমাকে খুন কর্‌বে বলে যে গুলি করেছে সেই টাকা নিয়েছে; এর শোধ, এর শোধ কিসে হয়? পুলিসে

বগা ? পুলিসে কি বল্‌বো ? চোরের ধন বাটপাড়ে নিলে ! আগার উক্‌রোবারো যো নেই, ফুক্‌রোবারো যো নেই ; পুলিসে জানালে তো টাকা পাবো না। কিসে টাকা পাই ? হাঁ, হাঁ, তাকে, তাকে, তাকে খুন কর্বো। সে আমাকে খুন কর্বার চেষ্টা করেছিল, তাকে খুন কর্বো, টাকা নেব ; তবেই প্রতিশোধ।

(প্রস্থান ও অপর দিগ দিয়া ব্রাহ্মণ ও ডোমদ্বয়ের কুড়ালি ইত্যাদি সহ পুনঃ প্রবেশ)

ব্রাহ্ম। (দূর হইতে) দেখিস্ বেটারা সাবধানে এগুস্, যেন বেটকরে ঘাড় মটকায় না।

১ম। ডোম্‌রা, আমি তো এক ঘা কুড়ালি মাথায় কসাব, তারপর যা থাকে কোপালে।

২য়। ওরে যা বলেসি তাইরে ! পেলিয়েসে, পেলিয়েসে।

ব্রাহ্ম। তাইত ! এমনটীতো কখনো হয় নি।

১ম। ঠাকুর গোশা, এখন উপায় ?

২য়। বড়া সঙ্গীন হোলো রে !

ব্রাহ্ম। বেটা অপঘাতে মরেচে, তায় আজ্‌ আবার শনিবার ; চারপো দোষ পেয়েছে ; নিশ্চয় বেম্মদত্যি হবে।

১ম। দেখ্ ডোমরা, খঁবরদার এ কথা কাওকে বোলিস্ না।

২য়। কেনো রে?

১ম। বোল্‌লে কি আর কেও আমাদের ঘাটে মূদ্দ লে আস্‌বে?

২য়। ভালা কথা! তব্ সব্ রোজগার যাবে।

ব্রাহ্ম। দেখ্ আমি ডাক্তারের কাছে চল্লুম্; পিস্তলের গুলি খেয়ে মরেচে একথাটা ভাল করে বলে দিয়ে আসি। তোরা ততক্ষণ উদিগে গিয়ে আপনাদের কায কর। (সকলের প্রস্থান)

৪র্থ অঙ্ক, ২য় দৃশ্য, আরা, রাজপথ।

জহর সিং ও ইন্‌স্পেক্টর।

ইন্। মেজেষ্টার সাহাব্ বাবুকো দেখ্ কর্ গোস্‌সা হো গয়া; আউর একদম্ হাজৎমে চালান দিয়া।

জহ। সাহাব্ বাবুকা উপর এৎনা খাপ্‌পা হো গয়া কাহে?

ইন। আরে বাঙ্গালী লোক বড়া খারাব। খবরকা কাগজমে লিখ্ লিখ্ কর্ ফিরাঙ্গীলোককো দুষমন হো গয়া। দো চার্ বরষকা বিচমে তোম দেখোগে কোই বাঙ্গালী হাকিম নেহি রহেগা; সব্ ফিরাঙ্গী হো যাগা।

জহ। হাম্ জান্‌তা উস্কা ফাঁসী হোগা।

ইন। আলবৎ হোগা।

জহ। কেৎনা রোজ বাদ হোগা সাহাব্?

ইন। জানে কি দে। তিন মাহিনাকা বিচ্মে হো যাগা।

জহ। এৎনা রোজ লাগেগা কাহে?

ইন। ইয়ে কি তামাসাকি বাৎ হ্যায়? আগাড়ী মেজেষ্টার সাহেবকা পাশ্ কেস্ হোগা; তব্ নে চলে গা সিসন কোর্ট্মে, তব্ নে হুঁয়া তজ্বিজ হোকর্ হুকুম্ হো যাগা।

জহ। কেঁও সাহাব, মেজেষ্টার সাহাব্ মেরা নাম লিখ্ লিয়া কাহে?

ইন। তোম্ গাওয়া হো, ইস্ওয়াস্তে।

জহ। মেরা, সাহাব্, ডর্ লাগা। ক্যা জানে দেওকা মাফিক্ ফিরাঙ্গীকা মর্জী হ্যায়, কিস্কো ছোড়্কে কিস্কো পাক্ড়েগা উস্কাতো কুচ ঠিকানা নেহি হ্যায়।

ইন। উহ বাৎ সচ্ হ্যায়! ফিরাঙ্গীকো দিল্ চাহেতো চোট্টাকোভি ছোড়্ দেতা, আওর্ কভি সাধুকোভি ফাটক দেতা। আজ তোম্ ঘরমে যাও; মঙ্গলকা রোজ্ জরুর হাজীর হো। (প্রস্থান)

জহ। বহুতাচ্ছা। (স্বগত) যব্ তলক্ উস্কা ফাঁসী না হো যায় তব তলক্ মেরা জী ঠাণ্ডা নেহি

হোগা। (সম্মুখে দেখিয়া) ইয়ে কোন্ আতা হ্যায়্? হাম্ আঁখ্‌সে ক্যা দেখ্‌তা? কেঁও, অ্যাসা কভি হো সক্তা? ইধার আতা। আলবৎ উহ মর্ গয়া। হো! সয়তান্ হোকর্ রূপেয়াকে ওয়াস্তে ঘুম্‌তা। ওঃ! উহতো আ গয়া! বাপরে বাপ! (পলায়ন ও গোবর্দ্ধনের প্রবেশ)

গোব। হয় টাকা, না হয় মৃত্যু! তিন্ তিন্ হাজার টাকা! চোরের ধন বাট্‌পাড়ে খেলে! হয় টাকা না হয় মৃত্যু! তিন তিন হাজার টাকা। সমস্ত দিন মেহনত করে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, দু গণ্ডা পয়সা রোজগার হয় না। ওঃ, তিন হাজার টাকা! হয় মৃত্যু না হয় টাকা। বিলম্ব নয়, বিলম্ব নয়; বিলম্ব হলে আর পাবে না। টাকার শোকে মর্বো, তার চেয়ে টাকার চেষ্টায় মরা ভাল। বিলম্ব কেন? আজি যাব; আজি রাত্তিরে তাকে যমের বাড়ী পাঠাব। দেখি কে তাকে রক্ষে করে? আজি তাকে খুন কর্বো; রাত্তিরে যখন ঘুমোবে তখন এই ছোরা তার গলায় বসিয়ে দেব।

(প্রস্থান)

৪র্থ অঙ্ক, ৩য় দৃশ্য, গোয়াড়ী, অবিনাশের বৈঠকখানা।

অবিনাশ ও যজ্ঞেশ্বর।

যজ্ঞে। (বিস্ময়ে) বলেন, কি? এযে ভয়ানক সংবাদ!

অবি। আমার বন্ধু আরার ফৌজদারী আদালতের প্রধান উকীল হরিবংশ সহায় এই টেলিগ্রাফ করেচেন। এতে লিখচে "জামাই ফৌজদারিতে পড়েচে, টাকা ও পরিবার সহ সত্বর এস।"

যজ্ঞে। তেমন ভদ্রলোকের এমন বিপদ! কে এমন শত্রুতা সাধ্‌লে? ভাল, কি রকম ফৌজদারি, তা কিছু টেলিগ্রাফে লিখেছে?

অবি। তা কিছু লেখেনি। কিন্তু আমি একটা অনুমান কচ্চি।

যজ্ঞে। কি?

অবি। আমি অপ্রয়োজন মনে করে তোমাকে এতদিন বলিনি। অনুপমার প্রথম স্বামী গোবর্দ্ধন মারা যায় নি।

যজ্ঞে। অ্যাঁ! বলেন্ কি? সর্ব্বনাশ! তার পিণ্ডদান হলো! পিণ্ডদান তো অল্পকথা;—অনুপমার দ্বিতীয়বার বিবাহ হলো।

অবি। সেই দুষ্ট বেটাই চক্রান্ত করে গুণেন্দ্রকে একটা বিপদে ফেলেছে।

যজ্ঞে। সম্ভব বটে। যা হোক যখন তারে খবর এসেছে তখন সত্বরেই যাওয়া উচিত হচ্চে।

অবি। আমি কালই প্রাতে যাব স্থির করেছি। গিন্নীকে নিয়ে যেতে হচ্চে; তোমাকেও সঙ্গে যেতে হবে।

যজ্ঞে। যে আজ্ঞে, তা যাব। ভাল, সেখানে যদি দু দশ দিন বিলম্ব হয়, তা হলে এদিক্‌কারতো একটা বন্দোবস্ত কত্তে হয়।

অবি। তুমি এক কায্‌ কর। একবার মেজো খুড়োর কাছে যাও, সন্ধ্যের পরে একবার তাঁকে এখানে আস্‌তে বলে এস। আমিও ততক্ষণ মৃত্যুঞ্জয় বাবু আর রামবাবুকে আমার হাতের মোকদ্দমা গুলো চালাবার কথা বলে আসি। (প্রস্থান)

যজ্ঞে। (স্বগত) কি সর্ব্বনাশ! এরূপ ঘটনাতো কখনো শুনিগুনি। বিদ্যাসাগর মশায় কিছুকাল হলো বিধবাবিবাহ চালাতে চেষ্টা করেছিলেন। দিনকতক একটা গোলমাল হয়ে এক রকম চুকে বুকে গিয়েছিল। তারপর হালের বাবু মশায়রা এক আইন জারি করিয়ে এক বিষম বিভ্রাট উপস্থিত

করিয়েছেন। সভ্যতার চূড়ান্ত হতে চল্লো! বিধবার বিবাহ! মেয়েটীর বিয়ে কর্ব্বার ততটা ইচ্ছা ছিলনা, কিন্তু অবিনাশ বাবু দশজন নব্যবাবুদের অনুরোধে ভ্রমে পতিত হয়ে এই অকার্য্যটী করেছেন। এখন এ ধাক্কা সামলান ভার! আমি প্রথমে বলেছিলেম মশায় একায কর্বেন্ না, কিন্তু কোনমতেই শুন্‌লে না। সম্মানাস্পদ বহুদর্শী ঋষিগণ পবিত্র হিন্দু-সমাজে যে প্রথা প্রচলিত করেগেছেন্ কয়েকজন পল্লবগ্রাহী যুবক সেই প্রথার অন্যথাকরণে উদ্যুক্ত! ইংরাজী কবি পোপ্ লিখেছেন্;—

> "We think our fathers fools, so wise we grow;
> Our wiser sons, no doubt, will think us so."

৪র্থ অঙ্ক, ৪র্থ দৃশ্য, আরা রাজপথ।

পণ্ডিতজী ও জহরসিং।

পণ্ডিত। শাস্ত্রমে লিখা হ্যায় "জগন্নাথমুখং দৃষ্ট্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে।" আওর্ ভি লিখা হ্যায় "দোলায়মানং গোবিন্দং মঞ্চস্থং মধুসূদনং। রথস্থং বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে।" ইস্‌ওয়াস্তে জগন্নাথজীমে চলুঙ্গা।

জহ। কব্ চলোগে ঠাকুরজী ?

পণ্ডি। মৈ পরসুঁ রোজ চলুঙ্গা।

জহ। উহ্ হিঁয়াসে কেৎনা দূর পড়েগা ?

(গোবৰ্দ্ধন অলক্ষিত ভাবে আসিয়া জহরের পশ্চাৎ বৃক্ষান্তরালে অবস্থিত)

পণ্ডি। মৈ সুনা যো খুষ্কিসে দো মাহিনাকা কুচ্ কম্তি পড়েগা।

জহ। (স্বগত) য্যাসা সয়তান্ মেরা পিছে লগা হুয়া ইয়ে যাগ্‌গা হাম্‌কো ছোড়নেই পড়েগা। আউর ক্যা জানে খুন্‌কা হাল্‌ভি ক্যা হোয়্? ইস্ যাগ্‌গামে রহনেতো মেরী আচ্ছী নেহি হ্যায়্। এহি সলা আচ্ছী হ্যায়! (প্রকাশে) ঠাকুরজী, হাম্ ভি আপ্‌কা নোকর হোকর্ আপ্‌কা সাত্ চলেঙ্গে।

পণ্ডি। তোম্ জগন্নাথ জীমে যানে মাঙ্গো হো ? বহুতাচ্ছা, বেটা। চলো মেরা সাৎ। পরসুঁ বিহান্ মেরা ডেরামে আও।

জহ। যো হুকুম্ ঠাকুরজী। (উভয়ের প্রস্থান)

গোবৰ্দ্ধন। (বাহির হইয়া) বেটা জগন্নাথে যাবে, টাকা নিয়ে পালাবে! কাল্ ভরা রাত্তিরে কত ফিকির্ করে বেটার ঘরে সেঁদুলুম্; মনে কল্লুম এই ছোরা বেটার গলায় বসিয়ে বেটাকে খুন কৰ্ব্বো।

তা হলো না। বেটা জেগে উঠে আমাকে দেখ্‌তে পেয়ে ভূত মনে করে "সয়তান্‌, সয়তান্‌" বলে ঘরের দরজা খুলে দৌড় মেরে আর একজনের ঘরে গেছ্‌লো। তুই বেটা মনে করিচিস্‌ জগন্নাথে গিয়ে টাকা হজম্‌ কর্‌বি! এপ্রাণ থাক্‌তে সে টাকা তোকে ভোগ কত্তে দিচ্চি না। কারসাধ্য? আমি ছায়ার মত তোর্‌ পেছু পেছু ঘুর্‌বো। দেখি টাকা পাই কি প্রাণ খোয়াই। হয় তোর মৃত্যু না হয় আমার মৃত্যু! তিন্‌ তিন্‌ হাজার টাকা। (প্রস্থান)

৪র্থ অঙ্ক, ৫ম দৃশ্য, আরা, গুণেন্দ্রের বাসার অন্তঃপুর।

অনুপমা।

অনু। (স্বগত) উঃ! কি কষ্ট! কি যন্ত্রণা! এর চেয়ে আমার মৃত্যু ভাল ছিল। আর যে আমি সহ্য কত্তে পারি না। আমার প্রাণের ভেতর যে জ্বলে যাচ্চে। আমি মনে জ্ঞানে কখনো কারো কোনো অনিষ্ট করি নি, তবে কেন আমার এদশা হলো! আমার জন্যে বিনা অপরাধে একজনের এক ব্রাহ্মণের—আমার স্বামীর প্রাণ নষ্ট হয়েছে, আবার আর একজনের প্রাণবিনাশের সম্ভাবনা! বাবা—যে বাবা আমার সুখ ও স্বচ্ছন্দের জন্যে এক-

ঘরে হতেও প্রস্তুত ছিলেন্—এমন কি এখনো পর্য্যন্ত একরকম সমাজচ্যুত রয়েছেন্—আমা হতে সেই বাপের অর্থনাশ, মনস্তাপ। আবার, না জানি, কি অপমান কপালে আছে। এ সকলি এ হতভাগিনীর জন্যে। পোড়া যম, লোকে তোকে ধর্ম্মরাজ বলে কেন? তোর মত অধার্ম্মিক, অবিচারী তো জগতে কেও নেই। যে লোক মৃত্যু কামনা করে, জীবন যার পক্ষে গুরুভার, সংসারে যার কেও "আমার" বল্‌তে নেই, যার মৃত্যুতে জগতের উপকার ভিন্ন অপকার হয় না, তুমি সে সকল লোককে দেখ্‌তে পাওনা। আমার পক্ষে জগৎ শূন্যময়, সংসারে আমি কারো উপকার কত্তে পার্বো না, কারো মঙ্গল আমা হতে হবে না, বরং আমার জীবনধারণে এই বিপৎ! যম, তুমি আমার স্বামীর প্রাণ নাশ না করে, আমার জীবন সংহার কল্লেনা কেন? না, আমি পূর্ব্বজন্মে মহাপাপ করেছিলুম্ সেই পাপের ফল ভোগ কর্বার জন্যেই আমার মৃত্যু হলো না; সেই পাপের ফল ভোগের জন্যেই আমি পবিত্র, অতি পবিত্র—হিন্দু জাতিতে ব্রাহ্মণের বংশে জন্মগ্রহণ করেও দ্বিচারিণী হয়েছি। ওঃ আমি হিন্দুরমণী; আমার সম্মুখে আমার স্বামী হত্যা হয়েছে; আমি

তাঁর শুশ্রূষা কত্তে পাই নি। তিনি আমার সম্মুখে প্রাণত্যাগ কল্লেন্—অন্তিমকালে আমি তাঁর মুখে এক ফোঁটা জল দিতে পাই নি। আবার তাঁকে খুন কল্লে কে? না, যিনি আমাকে ভাল বাসেন্—প্রাণ-ভরে ভাল বাসেন। উঃ! জ্বলে গেল, জ্বলে গেল! বুকের ভেতরে হাজার, হাজার শেল বিঁধ্‌ছে।

গৃহিণী। (প্রবেশ করিয়া) ওমা অনুপমা, কি ভাব্‌চিস্ মা? ভেবে ভেবে সোণার অঙ্গ যে কালী হলো।

অনু। মা!

গৃহি। কেন মা?

অনু। আমার কি মরণ হবে না?

গৃ। বালাই যেটের বাছা! ও কথা কি বল্‌তে আছে?

অনু। আমার বাঁচা কেন? কষ্টভোগের জন্যে? পরকে কষ্ট দেবার জন্যে?

গৃ। আর ভাবিস্‌নি মা। কত্তা বলেছেন্ গুণেন্দ্রের কোনো দোষ নেই, সে খালাস পাবে।

অ। মা, আমার জন্যে একজনের প্রাণ গেল।

গৃ। তোর্ কোনো ভাব্‌না নেই মা। কত্তা কল্‌কাতা থেকে সায়েব্ উকীল আনবার কথা

যজ্ঞেশ্বরকে বলে দিয়েছেন। আর তিনি বলেছেন্ যত টাকা খরচ হোক্ আমি গুণেন্দ্রকে খালাস কর্বোই।

অ। আমি এঁর কথা বল্‌চি না; আমি তোমার সে জামায়ের কথা বল্‌চি।

গৃ। সে নিজের দোষে মারা পড়েছে মা।

অ। না মা, অমন্ কথা বলো না; তাঁর কোন দোষ ছিল না। অন্যায় সন্দেহে তাঁর প্রাণ নষ্ট হয়েচে। ইনি যদি আমার কোনো দোষ দেখে ছিলেন, আমাকে যদি পাপী মনে করেছিলেন, তবে আমাকে মেরে ফেল্লেন না কেন? তা হলেই তো সব আপদ্ চুকে যেত। (রোদন)

গৃ। আয়্ মা, কাঁদিস্ নি, খাবি দাবি আয়্।

(অনুপমার হস্ত ধরিয়া প্রস্থান)

৪র্থ অঙ্ক, ৬ষ্ঠ দৃশ্য, আরা, হাজৎ। গুণেন্দ্র।

গুণে। (স্বগত) উঃ কি কষ্ট! সমস্ত দিন চুপ করে একলাটী বসে আছি। দিন আর কাটে না; ঘুমিয়ে রাত্রি আর ফুরোয় না। অতি কদর্য্য আহার! কদর্য্য শয়ন! কতদিন যে এই হাজতে থাকতে হবে, তাও জানি না। শরীরের এই ক্লেশ! তারপর ভাব-

নাতে আধমরা হলেম্। সমস্ত দিনই ভাবচি, কত কি ভাবচি; ভাবনার বিরাম নাই। কে যে দোষী কিছুই তো নিশ্চয় জান্তে পাচ্চি না; সন্দেহ, কিন্তু অনুপমার উপরেই হয়। ভাল, তাকে হত্যা কর্ব্বার অনুপমার উদ্দেশ্য কি? উদ্দেশ্য, উদ্দেশ্য আছে বৈকি? তখন আমি সেই বামনকে সামান্য রাঁধনী বামন মনে করেছিলেম্; কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে প্রমাণ হয়েছে, যে সে অনুপমার পূর্ব্বস্বামী এবং অনুপমাও তা স্বীকার করেছে। এক স্বামী জীবিত থাকতে আবার বিবাহ! অনুপমা এই লজ্জা, এই অপমান নিবারণ জন্যই, বোধ হয়, তাকে হত্যা করেছে। সে বামন যখন আমার রাঁধনী ছিল তখন অনুপমা তাকে স্বামী বলে জেনেছিল! যদি তার মনে পাপ না থাক্‌বে, যদি সে এই ভয়ানক নরহত্যা কর্ব্বার জন্যে উদ্যোগী না থাক্‌বে, তবে সেই বামন যে তার স্বামী একথা অনুপমা আমার নিকট গোপন কর্ব্বে কেন? তার এই ব্যবহারেই স্পষ্ট বুঝ্‌তে পারা যাচ্চে যে সে পাপী। কিন্তু অনুপমা এমন চতুরভাবে আমার সঙ্গে কথা বার্ত্তা কয়ে এসেছে, তার মনের ভাব এমন গোপন করে এসেছে, যে এই হত্যাকাণ্ড না হলে এ ব্যাপারের বিন্দু

বিসর্গও জানতে পার্তেম্ না। শুধু তাই কি? যদি আমি তাকে সেই অসময়ে, সেই অনুপযুক্ত স্থানে, সেই মুমূর্ষু বামনের অনতিদূরে না দেখ্তে পেতেম্, তা হলে আমার অন্তঃকরণে সন্দেহের লেশ মাত্র হতো না যে অনুপমা নরঘাতিনী। আমি ইংরিজি নভেলে পড়িছি যে দু একজন স্ত্রীলোক পিস্তল দিয়ে এই রকম মানুষ খুন করেছে, প্রকৃত জগতে এরূপ ঘটনা কখনো কেও শোনেনি। বাঙ্গালীর মেয়ে,—ভদ্রবংশের মেয়ে—অল্পবয়স্কা—পিস্তল দিয়ে মানুষ খুন করা অসম্ভব। এমনো তো হতে পারে সে নিজে খুন করে নি, অন্যলোকদ্বারা খুন করিয়েছে। সেইটেই সম্পূর্ণ সম্ভব; তা না হলে আমার পিস্তল সেখানে যাবে কেন? যাই হোক্, অনুপমা নিজেই হত্যা করুক্, বা অপর লোকদিয়েই হত্যা করুক্, সে যে এই হত্যা ব্যাপারের মূল আর সম্পূর্ণ দোষী, তাতে আর সন্দেহ নেই। (জেল্-ইন্স্পেক্‌টরের প্রবেশ)। মশয়, আমার জামীনে খালাসের কি হলো, কিছু জান্তে পেরেছেন্ কি?

জে-ই। আজ্ঞে, জেনেছি কিন্তু সংবাদ শুভ নয়; দরখাস্ত অগ্রাহ্য হয়েছে।

গুণে। আর কতদিন এ যন্ত্রণা ভোগ কর্বো?

জে-ই। এতদিনে আপনার নিষ্কৃতি হতো, কেবল ফরিয়াদীর পক্ষের প্রধান সাক্ষী জহরসিংকে না পাওয়ায় সরকারী উকীল আবার একমাসের সময় নিয়েছেন্।

গুণে। তাকে পাওয়া যাচ্চে না কি রকম?

জে-ই। সে লোকটা কোথা যে চলে গেছে, কেও তার সন্ধান বল্‌তে পারে না।

গুণে। সে লোকটা পালাল কেন?

জে-ই। আমি তো কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চি না, তবে ফরিয়াদীর পক্ষের লোকরা বলে যে আপনার পক্ষ থেকে তাকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

গুণে। আমি যদি দোষী হতেম্ তা হলে কি হতো বল্‌তে পারি না। কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় তাকে সরিয়ে দেবার কোনো কারণতো দেখা যায় না।

জে-ই। আপনার শ্বশুর যদি—

গুণে। না, তা আমার বিশ্বাস হয় না। আচ্ছা, দু তিনবার জামিনে খালাসের জন্যে চেষ্টা হলো, দরখাস্ত প্রতিবারেই অগ্রাহ্য হলো। এর কারণ কি?

জে-ই। তা আমি ঠিক বল্‌তে পারি না মশয়, তবে কানাঘুষো একটা শুন্‌তে পাই; তা সেটা গুজব্ মাত্র।

গুণে। কি রকম ?

জে-ই। ডেলেক্‌টো সায়েবের এক খিজ্‌মদ্‌গার, বাজারে জনমেজয় বাবুর ছেলেকে গাল দেয় আর চড় মারে।

গুণে। তারপর ?

জে-ই। তারপর জনমেজয় বাবুর ছেলে ফৌজ-দারিতে সেই খিজ্‌মদ্‌গার বেটার নামে নালিশ করে। আপনি তার বিচার করেছিলেন্।

গুণে। হাঁ মনে পড়েছে বটে।

জে-ই। তাতে গুজব্ যে ডেলেকৃটো সায়েবের মেম্ মেজিষ্ট্রেট সায়েবকে গিয়ে ধরে; আর ম্যাজি-ষ্ট্রেট সায়েব্ প্রকারান্তরে আপনাকে ঐ মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ কত্তে বলেন্।

গুণে। কৈ ? তাতো আমার স্মরণ হয় না।

জে-ই। তারপর আপনি সেই খিজ্‌মদ্গারের ২৫৲ টাকা জরীমানা আর তা না দিলে এক মাস মেয়াদের হুকুম দেন।

গুণে। তা হবে।

জে-ই। তাইতে ডেলেকৃটো সায়েবের মেম সেই টাকা দেন, আর ম্যাজিষ্ট্রেট সায়েবের কাছে অনুযোগ করেন। তারপর শুন্‌তে পাই যে মেম্

সায়েব্ জজ সায়েবের কাছে বলেন্ যে আপনি অন্যায় করে জনমেজয় বাবুকে খুসী কর্বার জন্যে খিজগদ্দারের দণ্ড করেছিলেন্।

গুণে। জজ সায়েব্ সেই কথার উপর নির্ভর করে আমার প্রতি অন্যায় কচ্চেন্, তা আমি বিশ্বাস করি না।

জে-ই। মশয়, আপনার শ্বশুরকে স্বস্ত্যয়নের কথা বলেছিলেন্ কি ?

গুণে। (সস্মিতে) আপনি অবশ্যই আমার শুভাকাঙ্ক্ষী, সেই জন্যেই স্বস্ত্যেনের কথা বল্‌চেন্; আপনি কিছু মনে কর্বেন্ না; স্বস্ত্যেন কল্লে যে কারো মঙ্গল হয় আমার এ বিশ্বাস নেই।

জে-ই। মশায়, আপনি যখন বিধবা বিবাহ করেছেন্ তখন এ কথা অবশ্য বল্‌তে পারেন। আমি হিন্দু প্রথানুসারেই বল্‌ছিলেম্; দৈবকার্য্যে যে মঙ্গল হয় এ আমার প্রত্যক্ষ দেখা। এখন আমি চল্লেম্। (প্রস্থান)

গুণে। কি আশ্চর্য্য! লোকটা ইংরিজী জানে; বুদ্ধিমান্‌ও বটে; অথচ কুসংস্কার দূর হয় নি। বিধবা বিবাহ অকার্য্য বলে এখনো এর ধারণা আছে। ওঃ দেশাচারের কি দুর্ভেদ্য শৃঙ্খল!

৪র্থ অঙ্ক, ৭ম দৃশ্য, সত্যবাদীর চটী।

সন্ন্যাসীর প্রচ্ছন্নবেশে গোবর্দ্ধন উপবিষ্ট।

গোব। চটীতে, চটীতে বেটার সঙ্গে ফিচ্চি, কিন্তু কিছু কত্তে পাচ্চি না। বেটা বোধ হয় কেমন ভয় পেয়ে গেছে; তাই একলা কোথাও যায় না, এক মিনিট্‌ও পণ্ডিতজীর কাছ ছাড়া হয় না। কখনো কি ওকে বাগে পাব না? আচ্ছা সাজিয়ে দিয়েছে; বেটা আমাকে কিছুমাত্র চিন্‌তে পারে নি। বোবা সন্নিসী সেজেই রক্ষে তা নাহলে, কথা কইলেই বেটা চিনে ফেল্‌তো। প্রায় সন্ধ্যে হলো; এ দু বেটা যে এখনো এসে পৌঁছুচে না। ততক্ষণ একছিলিম গাঁজা তৈরি করি। (চটীওয়ালার প্রবেশ)

চটী। বাট ছাড়ি ক্ল বস, বাট ছাড়ি ক্ল বস। মঃ, রজা বসিছন্তি প্রা। তেমে এঠি বসিছ কাঁইকি?

গোব। অ্যাবা, অ্যাবা, অ্যাবা।

চটী। মঃ! কথা কহি পারে না। তেমে কৌঠিকি যিব? তেমে কৌঠিকি যিব?

গোব। অ্যাবা বা। (অঙ্গুলি দ্বারা দক্ষিণ দিগ্‌ ও হস্ত সঙ্কুচিত করিয়া জগন্নাথ মূর্ত্তি দর্শান)

চটী। পুরস্তমেরে যিব ত্তো এ ঠারে বসিল কাঁইকি? কৌড়ি যদি দেই পারিব তবে এঠি বস, আউ নাহি তো সিধা বাটরে চালি যা।

গোব। (ইঙ্গিতে অর্থ দিবে প্রকাশ করণ)

চটী। (পথের দিগে চাহিয়া) আউ দ্বিজনা আসিছন্তি।

গোব। অ্যাবা, অ্যাবা, অ্যাবা!

চটী। পাণি পিবাকু মাগুছি। এ বাটরে চালি যাই পখুরী মিড়িব।

(একদিগে গোবর্দ্ধনের ও অন্যদিগে চটীওয়ালার প্রস্থান; জহর ও পণ্ডিতজীর প্রবেশ)

জহ। যিস্‌রোজ আপ্‌নে মেরা দাওয়া গিল্ গয়াথা, উস্‌রোজনে মেরা ডর ছুট্ গয়াথা। মগর্ পরসুঁ রোজ উহ সয়তান্ ফিন্ দেখা গয়া।

পণ্ডি। অ্যাসা কভি হো সক্তা নেহি। মেরা গুরুকী অ্যাসী আশিষ হ্যায় যো ইস্ দাওয়াসে সয়-তান্ উস্ মুলুকসে একদম্ ভাগ যাতা।

জহ। ক্যা কহেঙ্গে, পণ্ডিতজী! উহ সয়তান্ মর্‌নেকো আগাড়ি মেরা দোস্ত থা, আওর্ মর্-নেকো বাদ মেরা দুষমন্ হো গয়া।

পণ্ডি। আজ তো আস্তে আস্তে সাম্ হো গয়া চটীমে তো কোই আদমী মালুম্ নেহি হোতা।

জহ। কাল্‌তো ঠাকুরজী খানেকো বহুৎ তক্লিফ হুয়াথা। ছাতু ভি নেহি মিলা, ভালা চুড়াভি নেহি মিলা।

পণ্ডি। বহুৎ তক্লিফ! বহুৎ তক্লিফ! উস্ ওয়াস্তে আজ দিনমে দোঠো নারিয়েল্ আওর দশঠো কেলা আওর আটগো মুরই খা লিয়া।

জহ। রাৎমে ক্যা হোগা ঠাকুরজী?

পণ্ডি। আটা মিলে তো আচ্ছা, নেহিতো খিচড়ি বনাউঙ্গা। (উচ্চৈঃ) চট্টীমে কোন্ হ্যায়? (চটী ওয়ালার প্রবেশ) ইয়ে সত্যবাদীকা চট্টী হ্যায়?

চটী। আসন্ত, এঠি বসন্ত।

পণ্ডি। হিঁয়া খানেকো সব চিজ্ মিল্‌তা?

চটী। আপনো কঁড় মাগুছন্তি। আম দোকানরে সব জিনিস মিড়ে।

জহ। আটা হ্যায়?

চটী। অটা কৌঠি মিড়িব?

পণ্ডি। অরহর কি দাল্ হ্যায়?

চটী। মঃ! দালি এঠি কেঁঠি মিড়িব?

জহ। আচ্ছা ঘিউ হ্যায়?

চটী। ঘিঅ কৌঁঠি মিড়িব?

পণ্ডি। শর্কর হ্যায়?

চটী। চেনি কেঁঠি মিড়িব?

পণ্ডি। আওর তোম কহতে হো যো সব্ চীজ তোমারা পাস্ হ্যায়।

চটী। সব জিনিস অছি; চাউড় অছি, ডুবণ অছি, মাল্‌পা অছি, কদড়ী অছি, বৈতাকখারু অছি, পাণিকখারু অছি। এঠারে আপনে রহিবাকু হেউ; সব মিড়ি যিব।

জহ। পণ্ডিতজী, হাম্ তলাওসে হাত গোড়্ ধোকর্ আয়; আপ্ ভিতর যাইয়ে। লোটা দিযিয়ে, হাম্ আপ্‌কা ওয়াস্তে পাণি লাবেঙ্গে।

চটী। সিধা বাটরে চালি যা, পখুরী মিড়িব।

পণ্ডি। বহুতাচ্ছা। (জহরকে লোটা প্রদান) ভিতর চলো। (চটী ওয়ালার সহিত প্রস্থান, অন্য দিগে লোটা হস্তে জহরের প্রস্থান)

৪র্থ অঙ্ক, ৮ম দৃশ্য, সত্যবাদীর চটী, পুষ্করিণী যাইবার পথ।

লোটা হস্তে জহর।

জহ। হাম্ জানে কি এত্‌না রোজমে ডিপুটি বাবুকা ফাসী হো গয়া। রুপেয়াকাভি কুচ্ তল্লাস নেহি হুয়া। (বিপরীত দিগ্ হইতে গোবর্দ্ধনের প্রবেশ) এহি শড়কসে তলাওমে চলে?

গোব। (নিস্তব্ধ দণ্ডায়মান, স্বগত) পুকুরেও কেও নেই, পথেও কেও নেই। এই ঠিক্ সময়! আজকাল করে আর কতদিন দেরি কর্ব্বো?

জহ। কেঁও, মুমে বাৎ নেহি হ্যায় ?

গোব। হ্যায়, তিন হাজার রুপেয়াকা বাৎ হ্যায়। আজ্ তোকে দেখ্‌বো। (জহরকে আক্রমণ, পরচুলা ও জটা পতিত)

জহ। কেঁও, সয়তান্, তোম্ হিঁয়া আয়া ? তোম্ সয়তান্ নাহো, গোবৰ্দ্ধন হো। হাম্‌ভি দেখেঙ্গে। (উভয়ে মল্লযুদ্ধ, পশ্চাৎ গোবৰ্দ্ধন ছুরি বাহির করিল, জহর ছুরি কাড়িয়া লইয়া গোবৰ্দ্ধনকে পাতিত করিয়া, তাহার বক্ষঃস্থলে উপবেশন করিয়া ছুরি দ্বারা গোবৰ্দ্ধনের গলা কাটিতে উদ্যত)

গোব। (চীৎকার) বাপ্ সকলরে, রক্ষা কররে, মেরে ফেল্লে, খুন কল্লে।

জহ। চিল্লাও, মগর্ হাম্ তোম্‌কো নেহি ছোড়েঙ্গে।

গোব। (চীৎকার) মলুমরে, বাবারে, মেরে ফেল্লেরে ! (জহর গোবৰ্দ্ধনের বক্ষে ছুরি মারিল, গোবৰ্দ্ধন ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল)।

জহ। বস্, কাম্ হো গয়া ; আওর্ সয়তানসে ডর্ নেহি হোগা। (একদিগ্ দিয়া জহরের পলায়ন, অপরদিগ্ দিয়া চটীওয়ালা, কনষ্টেবল্, পণ্ডিতজী ইত্যাদির প্রবেশ)

চটী। (ব্যস্তভাবে) কঁড় হলা? কঁড় হলা? মারি পকাইলা? মারি পকাইলা?

কন। মারি পকাইকি গলা কু আড়্?

পণ্ডি। খুন্‌সে মাট্টী ভিজ্ গয়া।

চটী। তম ঘর কৌঁঠি? তম ঘর কৌঁঠি?

গোব। উহু মলুম্, মলুম্! প্রাণ যায়, প্রাণ যায়!

কন। বিদূর, ইন্দ্রপাত্র ঘররে ধাঁই চালি যা, চঞ্চল চালি যা; তাকু ডাকি আনিব।

পণ্ডি। বাঙ্গালী আদ্‌মি হ্যায়্।

চটী। হঁ, হঁ, বঙ্গাড়ী, বঙ্গাড়ী।

গোব। ঠাকুরজী, বাঁচাও, রক্ষা কর, আমি মরি!

পণ্ডি। তোম্ কোন্ হো?

গোব। আমি সেই বোবা সন্নিসী; চটীতে চটীতে তোমার সঙ্গে এসেছি।

পণ্ডি। কোন্ তোম্‌কো মারা?

গোব। ঠাকুরজী, জহর সিং, যে তোমার সঙ্গে আরা থেকে আস্‌ছিল, সেই আমাকে ছোরা মেরে পালিয়েছে। (বক্ষে হাত দিয়া) উঃ মলুম্, মলুম্, প্রাণ যায়!

পণ্ডি। উঠাও ইস্কো চট্টীকা সাম্নে লে চলো।

(গোবর্দ্ধনকে লইয়া সকলের প্রস্থান)

৫ম অঙ্ক. ১ম দৃশ্য, বালেশ্বর, রাজপথ।

উড়িয়া কনষ্টেবল্ ও উড়িয়া বালক।

কন। দয়িতরি,

বালক। কঁড় ?

কন। তেমে জানিল কেমতি ?

বাল। মু বজারুকু যাইথিলি প্রা। সে ঠারে কাঁথ ধিয়েরে কাগজরে লেখি ছাপি দেইছি যেই খুনীর সন্ধান দেই পারিব, তাকু পাঁচ কুড়ি তঙ্কা বস্‌কিস মিড়িব।

কন। যেই মানুষ খুনী করিয়াছি তা না জহর সিঞ, তা ঘর অরা জিলারে।

বাল। আউ যাহাকু মারি পকাইচি তা না গোবরধন।

কন। মরণ কালরে ইনস্পাত্র গোবরধনকু পছা-রিক্ক সব কথা জানিথিল। সে দ্বিজনা যখন অরাবে থিল জহর সিঞ গোবরধনকু গুলি মারি ক্ক, তিন হজার তঙ্কা ঘিতিক্ক, পুরস্তমবে চালি আসিল। সেঠি সত্যবাদীর দোকানরে দ্বিজনা কজিয়া নাগিক্ক, জহর গোবরধনকু মারি পকাইক্ক—

বাল। মু যেবে ধরি পারিমি, তা হলে মতে পাঁচ কুড়ি তঙ্কা মিড়ি যিব।

কন। যেবে মহাপ্রভু মতে দয়া করিব, মু ধরি পারিমি।

বাল। জগন্নাথ তোতে দয়া করিব কাঁইকি ? মু গরিব তাঁক দণ্ডবৎ করুছি ; মতে মহাপ্রভু দয়া করন্তু।

কন। দয়িতরি তু খঁট !

বাল। "দহড় অম্বড় শীতড় ভজা ;
বামন রজা আউ খঁট প্রজা।"

(হরিবোলার প্রবেশ ও সঙ্গীত)

ভবজলধিতরণ যুগল চরণ তব, হে হরে।
যে পদ-পরশনে অহল্যা মানবরূপ ধরে।
ত্যজি ধনজনে, বিজন কাননে রহে যোগিগণে একান্ত অন্তরে।
প্রেমের তরঙ্গে মন মাতি রঙ্গে সদা সাধু সঙ্গে দিবানিশি যায়।
সুখের স্বপনে ভব-যামিনী পোহায়।

হরিবোল্, ভাই হরিবোল্ !

কন ও বাল। হরি বড়, হরি বড়।

হরি। (সঙ্গীত) হরিবোল্ হরিবোল্ বল ভাই বদনে।
যদি বল তাহলে কি হবে ?
(সং) পাপতাপ দূরে যাবে সেই নাম স্মরণে।
যদি বল কোথা দেখেছ ?
(সং) জগাই মাধাই পাপী দু ভাই,
তারলে নিমাই নাম গ্রহণে।

আবার শুন্‌তে চাও ?

(সং) সে নামের গুণে বিষ আগুনে,

অসিধারে করি-চরণে,

নাশিতে নারিল প্রহ্লাদের জীবনে।

বাল। হরিবড়, হরিবড়।

কন। হরি বলা ভাই, মু তোতে কাঁধেক্রু নাচিমি যেবে তু আম গুটে কাম করিব।

হরি। একবার মনের ভিতর থেকে মন ভরে হরিকে ডাক্ দেখি; তুই যা চান্ হরি তোকে তাই দেবেন্। আচ্ছা কি কায্ বল।

কন। তেমে সেই চোর ধরিবা টু পারিব ?

হরি। সেই চোর্ ?

(সঙ্গীত) কেমন করে ধর্‌বো সে চোরে ?

যদি বল কেন ?

(সং) দেখ্‌তে নারে আঁখি তারে পাপের ঘোরে।

সে চোর্ কেমন শুন্‌বি ?

(সং) সে নয় সামান্য তস্কর, সে যে মুনির্ মনোহর,

যারে পাবার তরে ধ্যান করে মহাদেব বিভোরে।

শুধু তা নয়, আরো আছে।

(সং) নরদেহ ধরি, করি ননী চুরি,

মাখনচোরা নাম হলো যার প্রচার।

(সং) (আবার) কিশোর বয়সে হরিলে কিশোরী,
গোপিনীর বসন নিলে, হরি, হরি,
কংসের জীবন হরি হরিলে ভূভার।

যদি বল তাকে কে ধত্তে পারে ? তাকে কেও ধত্তে পারে না।

(সং) সে যে বাঁধা কেবল ভক্ত জনের প্রেম ডোরে ॥

বাল। তেমে হরি হরি করি বাটরে বুলিছ কাঁইকি ? যেবে তেমে চোরের সন্ধান না করি পারিব, মু তোতে ধরি ক্ক থানাকু নেই যিমি।

হরি। আমি হরি বলে পথে পথে বেড়াই কেন শুনবি ?

(সঙ্গীত) হরি নামে হৃদয় ভাসে তাইতে আমি হরিবোলা।
সুধাময় নামটি সাথী ফুরাইলে ভবের খেলা ॥

ওরে আমি থানা পুলিসকে ভয় করি না।

(সং) কি ভয় দেখাস্ দরিতরি, ভব কারাগারে মরি,
দয়া করেন যদি হরি তরবো সাগর লয়ে ভেলা ॥

দরিতরি, তুই একটি হরির গান গা।

বাল। (সঙ্গীত) "রথ রথ তু এ দধি পসরা।
রধাকু ছাড়ি না দিমি মথুরা ॥
বার বরষ কংস রজা মতে এ ঘাট দেইছি ইজরা।
যমুনা কূড়রু কদম্বমূড়রু দেইছি চৌকি পহরা।
এ বাটরে যাউ, কথা তু ন কউ, আজ তু পড় য়াছ ধরা ॥"

আউ গুটে হরিবড়া এ বাটরে আস্থুছি ; গঃ তাক হাতরে গুটে বাজা রহিছি ।

(একতারা হস্তে ভিক্ষুক বেশে জহরসিংর প্রবেশ)

বাল । এ ঠাকুর, এয়াড়ু আস, এয়াড়ু আস ।

কন । তম কথা বুঝি পারিল নি । ইধার আও, ইধার আও । গঃ ! ভাগুছি কাঁইকি ?

হরি । তাইতরে ও পালিয়ে যায় কেন ? দয়িতরি, ওর যন্ত্রটা কেড়ে নিয়ায় ; তা হলে আর পালাতে পার্বে না । মজা করে বাজনা বাজিয়ে হরি নাম করা যাবে ।

(বালক দ্রুত গিয়া জহরের যন্ত্র ধারণ, জহরের ছাড়াইবার চেষ্টা, যন্ত্রগর্ভ হইতে নোটের তাড়া ভূমিতে পতিত)

কন । কঁড় পড়িল রে ? কঁড় পড়িল ?

হরি । ওরে, নোটের তাড়া যে রে !

কন । (জোরে জহরকে ধরিয়া) মু তোতে জানিছি, মু তোতে জানিছি, মু ছাড়িমি নি । তু জহর সিঞ্, সত্যবাদী দোকানরে গোবরধনকু মারিকি সিচ্ছ গোঁসাই সাজুয়াছ । সড়া, ভণ্ড, খঁট ! দয়িতরি, তাক হাত ধরি কি থানাকু চাল ।

(জহরকে ধরিয়া বালক ও কনষ্টেবলের প্রস্থান)

হরি। জয়! সত্যের জয়! হরি তুমিই সত্য!

(সঙ্গীত) কমলা-হৃদয়-রঞ্জনং।

নমামি নরক-মুর-প্রমুখ-দনুজ-কুল-গঞ্জনং।

ভব-কানন-দব-দাহন-বিষম-ভয়-ভঞ্জনং॥

৫ম অঙ্ক, ২য় দৃশ্য, আরা, দায়রার আদালত।

জজ, জুরী, অবিনাশ, ব্যারিষ্টার, যজ্ঞেশ্বর, কোর্ট ইন্‌স্পেক্টর, পেশকার, কনষ্টেবল ইত্যাদি; ডকের মধ্যে গুণেন্দ্র।

জজ। Gentlmen of the Jury, যথন টোমরা সকলে Natives of Bengal হইটেছ এবং কয়েডীও Native of Bengal হইটেছে টখন আমি বঙ্গ ভাষাটে এই হট্যার বিষয় বলিব। জুরির ভড্রো লোক সকল, আসামীর ডোষ প্রমাণ হইয়াছে যটোডূর টাহা হইটে পারে। এখনে আমাডিগকে এনালাইজ করিটে ডাও, কি প্রমাণ কি সাক্ষ্য ডেওয়া হইয়াছে। ইহা ডেখা যাইবে, এক, যে নিহটো গোবরডন্ কয়েডির ইস্ত্রীর সহিট বিবাহিটো ছিল; সে বকৃটি রণ্ডন্‌কারকরূপে টাহার চাকর ছিল, যে জানিটো যে উক্‌টো মেয়ে লোক পূর্ব্বে টাহার ইস্ত্রী ছিল, এবং naturally, স্বভাবরূপে, নিহটো গোবর্ডনের মডে কিছু unbecoming

ডেখিয়াছিল; এবং ঈর্ষা বিবেচনা ও যোগ্যটার সীমা অতিক্রম করিয়া, কয়েডী এই ভয়ানক ডোষের কার্য্য করিয়াছে।

কয়েডী হট্যা করিয়াছে, ইহাটে সণ্ডেহো নাই। যডিও চক্ষে ডেখা কোন গাওয়া এ আডালটের সম্মুখে নাই; জহর সিং যে বকৃটি স্বচক্ষে ডেখিয়াছিল, যাহার জোবানবণ্ডি হইয়াছে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের আডালটে, যাহার উকৃটি সণ্টুষ্টো করিটেছে যে কয়েডী হট্যাকারক হইটেছে। পিষ্টল যাহা ডারা গোবরডন খুন হইয়াছে ও যাহা এই মোকরডগায় ডাখিল হইয়াছে কয়েডির চরিট্রের বিরুড্ডে বহুট্ বলিটেছে; যে বকৃটি স্বীকার আছে যে পিষ্টল টাহার; এবং যাহা সে অস্বীকার করিটে পারে না, কারণ সে পিষ্টলে টাহার নাম লিখিটো আছে। আসামীর কাউন্সিল্ বলিটে চাহেন্ যে এ মোকরডমা পোলিস্ কর্টৃক সাজায়িটো হইয়াছে; কিণ্টু কয়েডির ডুর্ভাগ্যরূপে পিষ্টলের ঘটনা টিনি কাটাইটে পারে না।

টোমরা অবশ্য স্মরণ করিবে, ভড্র বকৃটিগণ, সময় এবং ঘটনা যাহা আসামীকে উকৃটো ষ্টানে লইয়া যায়।

মিহটো গোবরডন্ আসামীর কার্য্যে নিষুক্টো ছিল; কিন্টু ঘটনার একমাস পূর্ব্বে কার্য্য রহিট হইয়াছিল। এই ঘটনা কি ডেখাইটেছে? ইহা সর্ব্ব অটিক স্পষ্টরূপে ডেখাইটেছে যে গোবরডন্ টাহার ইষ্ট্রীর পূর্ব্ব স্বামী ছিল জানার বিষয় আসামীর মনের মট্যে যডি কোন ঈর্ষা উপষ্টিট না করিয়া টাকে, টবে, at least, সওয়ায় সওেহো, টাহার মনে ভয় জন্মিয়াছিল, যে সমাজে সে বড্ড অপমান পাইবে, টাহার বণ্ডু ও আটীয়দিগের চখে নিম্ন করিবে ও জীবনে টাহার অবষ্টা নিম্ন করিবে; nay, আসামীর উপরে আইনের শাষ্টি ডুই বিবাহ জন্য আনিটে পারিটো; I mean Bigamy under seetion 492 of the Indian Penal Code.

আরো ডেখিটে হইবে পৃটিবির অন্য বকৃটিব গোবরডনকে হট্যা করিবার কি উড্ডেশ্য হইটে পারে? একটি হট্যার ঘটনাটে আমার ডশ বট্সরের জজরূপে experience হইটে আমি বলিটে পারি, যে এরূপ ভয়ানক ক্রাইর করিবার ডুইটা কারণ হয়; এক মেয়ে লোক, অপর টাকা। কিন্টু ডশটার মট্যে নয়টার in the bottom, টলাটে ইষ্ট্রী লোক টাকে।

উপরোক্‌ট অবষ্টার অভীনে, জুরির ভড্‌্র লোক-গণ, যেহেটু টোমরা বুড্ডিমান্‌ ব্যক্‌টি এবং টোমাডের যে যে ষ্টলে least সণ্ডেহো ছিল টাহা ডূরিটো হই-য়াছে মোকরডমা বিচারের সময়ে, আমি ভরসা করি, যেমন এই আডালটে উপষ্টিট সকল সামান্য জ্ঞান-যুক্‌টো ব্যক্‌টি ভরসা করিবে, টোমরা ষকলে একমট্‌ হইয়া আসামীকে ডোষী প্রকাশ করিবে।*

জুরীর ফোরম্যান্‌। (জুরীর মধ্যে পরস্পর কথা কহিয়া দাঁড়াইয়া) আমাদের সকলেরি মতে আসামী অপরাধী। কিন্তু আমাদের প্রার্থনা যে হুজুর আসা-মীর প্রতি কৃপাদৃষ্টি করেন।

জজ। What do you say? 'কৃপা ডিষ্টি', 'কৃপা ডিষ্টি', Oh, you mean mercy. এ অবষ্টা কৃপা ডিষ্টির নহে। I should be the last per-son to show mercy in a case like this. জুরীর ভড্‌্র লোকগণ, গবর্ণমেণ্ট যে ব্যক্‌টিকে এডে-শীয়লোকডিগকে বিচার ডিবার কারণ ও টাহা-ডিগকে শাষ্টি করিবার কারণ নিযুক্‌টো করিয়াছিল সে ব্যক্‌টি নিজে যডি এরূপ হট্যা, যাহার পর ডোষ পৃঠিবীটে নাই, করিটে পারে, সে মনুষ্য কোন মটে

---

* এই বক্তৃতার 'র' স্থানে 'ড়' পড়িতে হইবে।

mercy পাইটে পারে না। So, gentlemen of the Jury, I can't comply with your request. যডি টোমরা কয়েডির ইষ্ট্রী সম্বণ্ডে ডুখো কর টবে, (সস্মিতে) you need n›t mind for it; উকৃটো ইষ্ট্রী হিণ্ডুরমণীর শ্রেণী হইটে বহির্গটো হইয়াছে, যখন উকৃটো ইষ্ট্রী প্রটম স্বামীর পরিবটে ডিটীয় স্বামী পাইল, ডিটীয় স্বামীর পরিবটে টিটীয় স্বামী পাইবে।

অবি। হা ভগবান্, হা জগদীশ্বর!

জজ। (গুণেন্দ্রের প্রতি) টোম্ য্যাসা বুরাকাম কিয়া, টোমারা ফাঁসী হোগা।

গুণে। ওঃ কি হলো! পৃথিবীতে কি ধর্ম্ম নাই? (মস্তকে হস্ত দিয়া উপবিষ্ট)

অবি। জগদীশ্বর কি কল্লে? তোমার বিচারে এই হলো!

যজ্ঞে। আহাহা! নিরপরাধ, নিরপরাধ! হা ভগবান্!

(অনুপমার প্রবেশ)

অনু। (সরোদনে) জজ সাহেব, আমি দোষী আমাকে ফাঁসী দেন্, নির্দ্দোষকে বধ কর্ব্বেন্ না।

জজ। I can't allow a scene to be created here. Inspector, কয়েডিকো একডম্ জেল্‌মে লে যাও। (প্রস্থান)

ইন। যো হুকুম্ খোদাবন্দ।

(কনষ্টেবল ও ইনস্পেক্টর অনুপমাকে ঠেলিয়া দিয়া গুণেন্দ্রের হস্তধারণ, ও হাতকড়ি লাগাইয়া লইয়া যাইতে প্রবৃত্ত)

অনু। ওগো তোমরা একটু দেরি কর, একটু দেরি কর; আমি একবার জন্মশোধ দেখে নি—জন্মশোধ কথা কয়ে নি—আর যে ওঁকে দেখ্‌তে পাব না। (রোদন)

ইন ও কন। ভাগো, হিঁয়াসে ভাগো। (অনুপমাকে ধাক্কা ও অনুপমা মূর্চ্ছাপন্ন পতিত)।

জুরি। আহাহা? কি হলো! কি হলো! ধর, ধর, অজ্ঞান হয়ে পড়্‌লেন যে।

অবি। (সত্বরে অনুপমার নিকটে আসিয়া) এ আবার কি সর্ব্বনাশ! অনুপমার মূর্চ্ছা! যজ্ঞেশ্বর, জল, জল!

৫ম অঙ্ক, ৩য় দৃশ্য, আরা গুণেন্দ্রের দরদালান।

বামার প্রবেশ।

বামা। হায়! হায়! মানুষের এমন বিপদ্ ও ঘটে! আহা! জামাইবাবু—এমন ভাল মানুষ কেও কখনো দেখেনি—তাঁর কি না ফাঁসী হবে। দিদিমণির কি পোড়া কপাল! দিদিমণির সেই চেহারা ভেবে ভেবে যেন কালী হয়ে গেছে। সেই খুনের

দিন থেকে দিদিমণির সময়ে খাওয়া নেই, সময়ে নাওয়া নেই, ঘুম নেই, কেবলি ভাবনা, ভাবনা। তারপর জামাই বাবুর ফাঁসীর হুকুম শুনে অবধি একরকম আধ পাগলা হয়েছে। ভয় করে পাগলই বা হয়। দেখ্‌তে পাওয়া যায় দিন গেলে লোকের শোক কমে, কিন্তু দিদিমণির তার উল্‌টো; যত দিন যাচ্চে ততই যেন শোক আরো বেড়ে উঠ্‌ছে। কি যে সর্ব্বনাশ হবে কিছুই তো বুজ্‌তে পারি না। এই যে ভাব্‌তে ভাব্‌তে দিদিমণি এই দিকেই আস্‌চে।—(হীনবেশে বিষণ্ণা অনুপমার প্রবেশ) দিদিমণি, মা অতো করে বল্‌লেন্, বাবা অতো করে বোজালেন তবু তুমি ভাব্‌চো?

অনু। বামা,

বামা। কেন দিদিমণি? কি বল্‌চো বল না। চুপ্‌ কল্লে কেন?

অনু। না; তোকে বলে কি হবে? সে তোর কর্ম্ম নয়।

বামা। কি কত্তে হবে বল না।

অনু। না, সে তুই পার্বি নি।

বামা। আমি পার্বো, তুমি বল।

অনু। আমার স্বামীকে যে চিতেতে পুড়িয়েছে তুই সে চিতে জানিস?

বামা। ছি, দিদিমণি, ও সব কি কথা? পাগলের মত কি বকচো?

অনু। মনে যা উঠছে মুখে তাই বলচি; কাযে কাযেই আমি পাগল। তুই যদি আমার মন দেখ্‌তে পেতিস্ তা হলে আর ওকথা বল্‌তিস্ নে। বামা, কাকে বল্লে হয়? কে আমাকে সেই চিতে থেকে ছুটি ছাই এনে দেবে যে আমি তাই মাথায় রেখে মর্বো?

বামা। ছি দিদিমণি, তুমি বল্লে কথা শোন না; তোমার বড় অন্যায়।

অনু। বামা, আর না; আমি তোর কথাই শুন্‌লুম্। আমি আর ভাব্‌বো না। এই ভাবনার অষুধ পেয়েছি এই খেলে আর ভাব্‌তে হবে না। (সিসি হইতে বিষপান)

বামা। (ব্যস্তভাবে হাত ধরিয়া) ওকি দিদিমণি? (উচ্চৈ) মাগো শীগ্‌গির এস, দিদিমণি কি খেলে।

গৃহিণী। (ব্যস্তভাবে প্রবেশ করিয়া) অ্যাঁ অ্যাঁ! কি খেলি মা অনুপমা, কি খেলি?

অনু। মা, আমি তোমার কাছে মিথ্যা কথা কব না। আমি বিষ খেলুম্।

গৃ। কেন মা অনুপমা, এমন কায কল্লি কেন?

অনু। মাগো, কেন এমন কায কল্লুম্? তুমি কি আমাকে আরো বেঁচে থাকতে বল? আমি জেনেছি আমি যতদিন বেঁচে থাক্‌বো ততদিন আমা হতে জগতের অনিষ্ট হবে। আমি দু দুটি ব্রহ্মহত্যার কারণ। বাবার অর্থনাশ করেছি, তোমাদের মনে দারুণ যন্ত্রণা দিয়েছি, আমা হতে তোমাদের মাথা হেঁট হয়েছে। আমি নিশ্চয় জেনেছি যে আমার প্রাণ না গেলে তোমাদের মঙ্গল নেই।

গৃ। বাছা, আমাদের কপালে যদি ভগবান দুঃখ লিখে থাকেন তা হলে তুই কি তার নয় কত্তে পার্বি? বামা, দাঁড়িয়ে দেখচিস্ কি? শীগ্‌গির তাঁকে ডেকে আন্। (বামার প্রস্থান)

অনু। মা, তুমি বাবাকে বলো যে তিনি আমার বৈধব্য যন্ত্রণা অসহ্য জ্ঞান করে পুনরায় আমার বিয়ে দিয়েছিলেন; কিন্তু এই বিয়ে হওয়াতেই আমাকে প্রাণ পর্য্যন্ত ত্যাগ কত্তে হলো! যেদিন আমি জানতে পেরেছিলেম্ যে আমার স্বামী জীবিত আছেন সেই দিন অবধি আমার অন্তঃকরণে যে কি কষ্ট হচ্চে তা আমি বলতে পারি না। আমি অসতী, আমি দ্বিচারিণী, আমি পাপীয়সী! আমি সেই দিনই প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে হিন্দুশাস্ত্রের কঠোর নিয়ম পালন আর

যাবজ্জীবন ব্রহ্মচর্য্য ব্রত অবলম্বন করে সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর্ব্বো। কিন্তু আমার পাপ এত গুরু, পাপের পরিমাণ এত অধিক, আমার ভাগ্য এতই মন্দ, যে ইহ জন্মে সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত কত্তে পাল্লুম্ না। মা, এ জগতে স্বামীই স্ত্রী'র জীবন, স্বামীই স্ত্রী'র সুখ, স্বামীই স্ত্রীর উপাস্য, স্বামীই স্ত্রী'র দেবতা।

গৃ। আর বলিস্ নি মা। চল্, ঐ ঘরে চল্।

(অনুপমাকে ধরিয়া প্রস্থান)

৫ম অঙ্ক, ৪র্থ দৃশ্য, আরা, জেল।

গুণেন্দ্র ও জেল-ইন্‌স্পেক্টর।

গুণেন্দ্র। আমি ভীরু নই; মরতে আমার কোনো ভয় নেই। আমি জানি যে যে জন্মেছে সে একদিন অবশ্যই মরবে; কিন্তু, কিন্তু আমি নরহত্যা করেছি, সেই অপরাধে আমার ফাঁসী হলো এই অপবাদকেই আমি ভয় করি।

ইন। মশয়, আপনার ফাঁসীর হুকুম হওয়াতে সহরের অধিকাংশ লোকই দুঃখিত। শুন্‌চি তারা লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরের কাছে দরখাস্ত করেচে।

গুণে। দরখাস্ত করে কিলাভ হবে? প্রাণ দণ্ডের পরিবর্ত্তে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। যে সকল

লোক সমাজে অতীব হেয়, যাদের সংস্পর্শে সমাজ কলুষিত হয়, সমাজে থাকবার অনুপযুক্ত বিবেচনায় রাজপুরুষরা যাদিগে দূর বহুদূরস্থিত দ্বীপে নির্ব্বাসিত করেচেন, অধর্ম্ম যাদের উপাস্য দেবতা, যাদের কার্য্য বিবরণ শুন্‌লে ভয়ে শরীর রোমাঞ্চিত হয়, সেই সকল লোক আমার সহচর হবে ; এমন কি, হয় ত্তো তাদের মধ্যে দু এক জন আমার পরম বন্ধু হবে ! তা অপেক্ষাও অধিক, তা অপেক্ষাও অধিক ! হয় ত সেই সকল পাপীদের মধ্যে কেও আমাকে অধিকতর পাপী মনে করে আমার সঙ্গে কথা কইবে না ! তার চেয়ে ভয়ানক কষ্ট আর কি হতে পারে ? তার চেয়ে মৃত্যু আমাব পক্ষে সহস্র গুণে ভাল !

ইন। তবু মশায়, প্রাণটা বাঁচলে কখনো দেশে ফিরে আসবার আশা থাকে।

গুণে। মানুষ আশার কুহকে পড়ে জীবন ধারণ করে সত্য, কিন্তু দুরাশা মানুষকে কেবল কষ্ট দেয়। একতো যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরিত হলে দেশে ফিরে আসবার সম্ভাবনা এত অল্প যে নেই বল্লেও হয়। তার পর আমার পক্ষে দেশে আসা, কিসের জন্যে ? আত্মীয় বন্ধুদের—তখন কে আর আমার বন্ধু থাক্‌বে ?—পরিচিত লোকদের—অবমাননা সহ্য কর্বার জন্যে ?

কে আমার কথায় প্রত্যয় কর্বে, যে আমি হত্যা করি নি? সকলেই আমাকে হত্যাকারী বোধে ঘৃণা কর্বে ও যে লোক আমার সঙ্গে কথা কৈতে সাহস কত্তো না, আমি সেধে কথা কৈতে গেলেও সে অবজ্ঞা করে আমার প্রশ্নের উত্তর দেবে না। এ অবজ্ঞা সহ্য করার চেয়ে আণ্ডামানের বনের পশুর ভক্ষ্য হওয়া কি শ্রেয়ঃ নয়? আণ্ডামানের সাগরের জলে দেহ বিসর্জ্জন দেওয়া কি আমার বাঞ্ছনীয় নয়? আপনি বলুন্ দেখি, যে ব্যক্তির চরিত্রে নরহত্যার ভীষণ কলঙ্ক হয়েচে তার জীবন-ধারণ কি বিড়ম্বনা নয়?

ইন। মশায়, কালে যথার্থ ঘটনাও তো প্রকাশ হতে পারে; তখন জীবিত থাক্‌লে মুক্তির সম্ভাবনা আছে।

শুনে। যখন একবার উপযুক্ত আদালতের বিচারে আমি দোষী সাব্যস্ত হয়েছি, তখন ভবিষ্যতে আমার নির্দ্দোষতা প্রমাণ হবার আশা করা বাতুলের কায্। আমি কখনো মনেও যে পাপ করিনি, সেই পাপ কার্য্যে করা প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত হলো। আমা অপেক্ষা দুর্ভাগ্য কি জগতে আর আছে?

ইন। মশয়, এটি কুগ্রহের কায্।

শুনে। হতে পারে। যতদিন পর্য্যন্ত না আমার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হয়েছিল, ততদিন পর্য্যন্ত আমি

অদৃষ্ট মানতুম্ না, প্রাক্তন মানতুম না, জ্যোতির্ব্বিদের কথা হেসে উড়িয়ে দিতুম্। তখন ধারণা ছিল যে লোকে ইহজন্মে আপনার কার্য্যের ফল সুখ বা দুঃখ ভোগ করে; দেশ ও কাল তার সহায়তা করে। অদৃষ্ট বল্‌তে চান বলুন, পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফল বল্‌তে চান বলুন, অথবা গ্রহের কার্য্য বল্‌তে চান বলুন; কিন্তু সেই শক্তি যে মানব জীবনের নিয়ন্ত্রী, তা আমি এখন মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি।

ইন। মশয়, আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর্বেন, আমি বল্‌তে কুণ্ঠিত হচ্চি।

গুণে। কুণ্ঠিত কেন? কি বল্‌বার আছে বলুন্।

ইন। জেলর সাহেবের কাছে হুকুম এসেছে, পরশু দিন প্রাতে—

গুণে। বলুন, চুপ্ কল্লেন্ কেন?

ইন। পরশুদিন প্রাতে আপনাকে ইহলোক ত্যাগ কত্তে হবে। ইতিমধ্যে যদি কারো সঙ্গে আপনার দেখা কর্বার ইচ্ছা থাকে, কিম্বা অন্য কোনো অভিলাষ থাকে বলুন্।

গুণে। আমার অভিলাষ? আমার আর কোন অভিলাষ নাই; তবে—

ইন। বলুন্।

গুণে। যখন আমার ফাঁসীর হুকুম হয়, সে সময়ে আমার স্ত্রী আমাকে কি বল্‌বার জন্যে আমার কাছে আস্‌ছিল ; জজ সাহেবের হুকুমে ইন্‌স্পেক্‌টর ও কনষ্টেবল তাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে, আমাকে টেনে আদালত থেকে বার করে আন্‌লে ; যদি তার সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ হয়।

ইন। এটি বড় কঠিন কথা ; যা হোক আমি চেষ্টা কর্বো।

গুণে। আমার স্ত্রীকে একটী কথা জিজ্ঞাসা কর্বার আমার প্রয়োজন আছে। একটী কথা ! সেই কথাটীর উত্তর পেলেই আমি অসন্দিগ্ধ মনে প্রাণ-ত্যাগ কর্বো।

ইন। সে কথা আমার শোনবার বাধা আছে কি ?

গুণে। বাধা ? না, কিছু না। দুটি দিনেরও কম যার জীবনের পরিমাণ, তার জিজ্ঞাস্য অপরের নিকটে প্রকাশ কত্তে কিছুই বাধা নেই। কথাটা এই আমি নিশ্চয় জানি যে আমি গোবর্দ্ধনের প্রাণনাশ করি নি ; পৃথিবীতে অন্য কোন লোকেরও তাকে হত্যা কর্বার কারণ দেখা যায় না। আমার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করে দেখ্‌বো, সে সত্য কথা বলে কি না।

আমার সন্দেহ, সন্দেহ কেন? বিশ্বাস যে সে কোন কারণে গোবর্দ্ধনকে হত্যা করেচে। যদি সে হত্যা করেচে স্বীকার করে, তাহলেই আমার মন থেকে সন্দেহ দূর হবে; আমি স্থির চিত্তে প্রাণত্যাগ করবো।

ইন। আপনি তবে এই পাশের কামরায় একবার আসুন, একটু কাগজে আপনার শ্বশুরকে লিখে দিন যে আপনি আপনার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা কত্তে চান্।

গুণে। চলুন।

(উভয়ের প্রস্থান)

৫ম অঙ্ক, ৫ম দৃশ্য, আরা, গুণেন্দ্রের অন্তঃপুর।

অনুপমা শয়ানা ; বামা, গৃহিণী ও অবিনাশ।

অবি। ভগবান্ আমাকে এত কষ্ট দেবেন্ তা আমি স্বপ্নেও জান্‌তেম্ না। অনুপমা বিধবা হলো পত্র দ্বারা জান্‌তে পাল্লেম্, আমি মনে কল্লুম্ গুণেন্দ্রের সঙ্গে বিয়ে দিলে অনুপমা সুখী হবে! কিন্তু মানুষ গড়ে বিধাতা ভাঙ্গেন! দেবতাব চরিত্রের সঙ্গে যার স্বভাবের তুলনা হয়, সে খুন করা সাব্যস্ত হলো। কাল তার ফাঁসী হবে। ভেবে ভেবে মা আমার পাগলিনী! অবশেষে এই ভয়ানক বিপদ!

বামা। দিদিমণি, দিদিমণি, ওমা, আর কথা কয় না যে!

গৃহি। ওমা, অনুপমা, অনুপমা! হাঁগা, তুমি তো আমাকে আশ্বাস দিচ্চ, কিন্তু আমি তো অবস্থা ভাল বুজ্‌চি না। তুমি সত্যি করে বল, ডাক্তার তোমাকে কি বলে গেল।

অবি। বলে গেল, হাঁ বলে গেল, বলে গেল ভাল হতে পারে।

গৃহি। না, তুমি আমাকে সত্যি কথা বল্‌চো না, আমি তোমার মুখ দেখে জান্‌তে পাচ্চি।

অবি। আমার মাথা আর বল্‌বো কি?

গৃ। তুমি অদিনে অক্ষেণে বাড়ী থেকে বেরুলে, কারো বারণ শুন্‌লে না। এই তার ফল ফললো! গুণেন্দ্র—আহা! ছেলে ত নয় যেন সাক্ষাৎ দেবপুত্র, তার ফাঁসি হবে, আর আমার সোণার প্রতিমা বিসর্জ্জন দিতে হবে। আমি কোন্ মুখে বাড়ী ফিরে যাব? যখন বাড়ীর লোকেরা, পাড়া পড়সীরা, আমাকে জিজ্ঞাসা কর্ব্বে, তখন আমি কি উত্তর দেব? বিধাতা, আর যে আমি যন্ত্রণা সহ্য কত্তে পারি না! আমার প্রাণ কেন বেরোয় না? (রোদন)

বামা। চুপ কর মা, চুপ্ কর।

অনু। বাবা কোথা ? বাবা,

অবি। কেন মা ?

অনু। বাবা, পার ধুলো দাও, মন খুলে আশী-র্ব্বাদ কর যেন এ পাপ হতে মুক্ত হই।

অবি। মা, তুমি পাপী নও; সমস্ত পাপই আমার। তোমার যে পাপ হয়েছে বল্‌চো আমিই তো তার কারণ। আমি মহদ্বংশে জন্মগ্রহণ করে ইতরের কার্য্য করেচি; আমি পবিত্র ব্রাহ্মণজাতিতে চণ্ডাল জন্মগ্রহণ করেছি; আমি নির্ম্মল পিতৃকুল কলঙ্কিত করেছি; আমি নরহত্যার পাতকী, আমি স্ত্রীহত্যার পাতকী। আমার পাপের এই পরিণাম !

(দ্রুতপদে যজ্ঞেশ্বরের প্রবেশ)

যজ্ঞে। মশয়, গুণেন্দ্র বাবু আস্‌চেন্।

অবি। সে কি কথা যজ্ঞেশ্বর ?

যজ্ঞে। আজ্ঞে, আমি স্বচক্ষে দেখেছি; আর পাড়ার দু চার জন লোকও, বল্লেন্ যে গুণেন্দ্র বাবুই বটে।

অনু। মা, মা, কে আস্‌চে মা ? উঃ প্রাণ যায়।

গৃহি। আসুক্ সে, দেখ্‌তে পাবে না।

অবি। তুমি যে অসম্ভব কথা বল্‌চ।

যজ্ঞে। আপনি স্বচক্ষে দেখ্‌লেই প্রত্যয় হবে। তিনি এলেন্ বলে।

অনু। কে মা? কে এলো মা? মা,. তিনি কেমন করে আসবেন্? মা, যদি তিনি আসেন তাঁকে বলো, যদিও তিনি আমার স্বামী নন্ কিন্তু আমার মাননীয়। তিনি কখনো মিথ্যে কথা কন্ না, তিনি যখন বাবার কাছে শপথ করেছেন, তখন তিনি কখনই আমার স্বামীকে মারেন্ নি। কিন্তু সেই অপরাধে তাঁর ফাঁসি হবে। আমি পাপীয়সীই তাঁর মৃত্যুর কারণ। তিনি যেন আমাকে ক্ষমা করেন। উঃ প্রাণ যায়।

বামা। চুপ্ কর দিদিমণি, আর বলো না; বুক ফেটে যায়।

অনু। মা, ঐ দেখ আমার স্বামী এসেছেন, ঐ দেখ তিনি দাড়িয়ে রয়েচেন; ঐ দেখ উনি আমাকে ডাক্‌চেন। আমি ওঁর সঙ্গে যাই। যাই—যাই—উঃ উঃ উঃ (মৃত্যু)

গৃহি। কি বলিস্ মা অনুপমা? (রোদন)

যজ্ঞে। এই এসেছেন্, এই দেখুন্।

অবি। (বিস্ময়ে) সত্যইতো! গুণেন্দ্রইতো বটে। (গুণেন্দ্রের প্রবেশ)

গৃহি। বাপ্‌রে গুণেন্দ্র ! (রোদন)

অবি। স্থির হও, স্থির হও। গুণেন্দ্র, তুমি কি করে চলে এলে ?

গুণে। ধর্ম্ম আছেন্; জগদীশ্বর সত্য ! আমি নির্দ্দোষ সাব্যস্ত হয়ে খালাস পেয়েছি।

অবি। কি রকম, কি রকম ?

গুণে। যে লোক গোবর্দ্ধনকে খুন করেছিল সে বালেশ্বরে ধরা পড়ে। সেখানে দায়রার বিচারে সে দোষী সাব্যস্ত হলে তার ফাঁসীর হুকুম হয়। ফাঁসীর হুকুম হবার পরে সে প্রকাশ করেচে যে আমি অমূলক হত্যাপরাধে দায়রা সোপর্দ্দ হয়েছি; সেই লোক আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা দোষারোপ করে; প্রকৃত পক্ষে আমি ও আপনার কন্যা নিরপরাধ।

অবি। তারপর ?

গুণে। সেখানকার জজ সাহেব সেই ঘটনা প্রকাশ করে এখানকার জজ সাহেবের কাছে টেলি-গ্রাফ করেন্; জজ সাহেব স্বয়ং এসে আমাকে কারামুক্ত করেচেন্।

যজ্ঞে। জগদীশ্বর তুমিই সত্য !

গৃহি। বাবা গুণেন্দ্র, যদি এক ঘণ্টা আগে আস্‌তে তা হলে আর আমার অনুপমার এ দশা হতো না।

গুণে। কেন? কি হয়েছে? অত্যন্ত দুর্ব্বল। কোন ব্যারাম হয়েছে না কি?

বামা। দিদিমণি, দিদিমণি, চেয়ে দেখ কে এয়েছেন্।

গৃহি। বাবা, কি বল্‌বো? বল্‌তে বুক ফেটে যায়! তোমার বিপদ জেনে অনুপমা আমার কি বিষ খেয়েছে, ক্রমে আচ্ছন্ন হয়ে আস্‌চে। আমার সোণার প্রতিমা বিসর্জ্জন দিতে বসেছি। (রোদন)

গুণে। কি? বিষ খেয়েচে! আমার জন্যে বিষ খেয়েচে! (দেখিয়া) ওহো! দেহ স্পন্দরহিত, চক্ষুর তারা নিশ্চল! জীবনের কোন চিহ্নই নাই। ওঃ! যে অনুপমার সঙ্গে সম্বন্ধ হয়ে বিয়ে হলো না বলে, বিয়ে কর্ব্বো না প্রতিজ্ঞা করেছিলেম্; যে অনুপমার সঙ্গে বিয়ে হওয়াতে আমি সামান্য দিনের জন্যে অতুল আনন্দ ভোগ করেছি; কারারুদ্ধ হয়ে প্রতিদিন জাগ্রত অবস্থায় যে অনুপমাকে ভেবেছি, আর নিদ্রাবস্থায় যে অনুপমার স্বপ্ন দেখিছি; আজ কারামুক্ত হয়ে, যে অনুপমার হাসি মুখ দেখে, যে অনুপমার আনন্দাশ্রু দেখে, সমস্ত ক্লেশ বিস্মৃত হব আশা করেছিলেম্; এখন আমাকে সেই অনুপমার মরা মুখ দেখ্‌তে হলো! বিষপানে প্রাণত্যাগ! কি বিষ?

অবি। এই সেই বিষ! সমস্তটা খেতে পারে নি; এক তৃতীয়াংশ মাত্র খেয়েছে।

গুণে। (শিশি লইয়া) ওঃ! আজ আমি জানলেম্ যে সংসার কেবল দুঃখময়। মরুভূমি মধ্যগত মৃগ যেমন জলাশয় ভ্রমে মরীচিকার দিগে ধাবিত হয় তেমনি সংসারস্থ মানব সুখভ্রমে বৃথা আশায় মুগ্ধ হয়। আমি পবিত্রস্বভাবা যে অনুপমাকে নরঘাতিনী চণ্ডালিনী সন্দেহ করেছিলেম্, সেই অনুপমা আমার জন্যে প্রাণত্যাগ করেছে। নির্ম্মলস্বভাবার চরিত্রে অসম্ভব সন্দেহ করে আমার যে পাপ হয়েছে এই বিষপানে সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত কল্লেম্। (বিষপান)

অবি ও যজ্ঞে। হাঁ, হাঁ, কর কি, কর কি?

(গুণেন্দ্রের হস্তধারণ ও গুণেন্দ্রের পতন)

যবনিকা পতন।